CMYK
CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 October 2022 ■ আগরতলা ২৯ অক্টোবর, ২০২২ ইং ■ ১১ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে বিজেপির কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় ক্ষিপ্ত ভোক্তারা ভাঙচুর করল মেলাঘরে নিগম অফিস, কর্মীদের মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার রাতে বিদ্যুতের দাবিতে মেলাঘর বিদ্যুৎ নিগম অফিসে ভাঙচুর এবং কর্মীকে মারধর করল মদমত্ত যুবকরা। আক্রান্ত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম তপন চৌধুরী। বিদ্যুতের দাবিতে মেলাঘর বিদ্যুৎ নিগম অফিসে ভাঙচুর এবং কর্মীকে মারধর করল মদমত্ত যুবকরা। বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় কিছু যুবক দশমীর পর মদমত্ত হয়ে এই কান্ড সংগঠিত করেছে।

আক্রান্ত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম তপন চৌধুরী। ভাঙচুর করা হয় বিদ্যুৎ নিগম অফিসের চেয়ার, টেবিল, টেলিফোন সহ অন্যান্য সামগ্রী। জানা যায়, মেলাঘরের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাস্টার পাড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই। বহুবার বিদ্যুৎ নিগমের অভিযোগ জানানোর পরে মেরামত করার কোন উদ্যোগ নেই। কিন্তু বৃহস্পতিবারও বিদ্যুৎ মেরামত না হওয়া মাস্টারপাড়ায় কিছু যুবক মদমত্ত অবস্থায় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী তপন চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেন কেন বিদ্যুৎ মেরামত করা হচ্ছে না। তখন বিদ্যুৎ কর্মী তপন চৌধুরী তাদের জানান কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য। লাইনম্যান আসার পর বিদ্যুৎ মেরামত করা হবে। এই কথা শুনতে পেয়ে উত্তেজিত যুবকরা মারধর শুরু করে বিদ্যুৎ কর্মী তপন চৌধুরীকে। সাথে অফিসের ভাঙচুর চালায়। শেষ পর্যন্ত অফিসের বাইরে গিয়ে প্রাণে বাঁচেন বিদ্যুৎ কর্মী। তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগমের তরফ থেকে মেলাঘর থানা একটি লিখিত মামলা হবে।

কারণ বিধ্বংসী ঝড়ের পর বহু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। কর্মীরা রাত দিন কাজ করে বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করছে। উপরন্তু রয়েছে কর্মী স্বল্পতা। তার উপর দিয়ে এলাকার দুর্বৃত্তদের যন্ত্রণায় তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ তুলেন এদিন।

তবে এদিন আরো একবার স্পষ্ট করে দিয়েছে রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের এমডি যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা এখনো পূরণ করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগেন্দ্রনগরে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। মদমত্ত যুবকের পাশবিক লালসার শিকার ১১ বছরের শিশুকন্যা। মদ খাইয়ে শিশু কন্যার হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আগরতলা যোগেন্দ্রনগর এলাকায়। অভিযুক্তের নাম বিশ্বজিৎ দাস।

পূর্ব মহিলা থানায় মামলা দায়ের করার পর পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শিশুকন্যার মা জানান তিনি দোকানে যাওয়ার পর শিশু কন্যাটির মুখে চাপা দিয়ে পার্শবর্তী বাড়ির বিশ্বজিৎ দাস নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে। তারপর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে নাবালিকা অপহরণে জড়িত যুবক গ্রেপ্তার তামিলনাড়ুতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডের এক বছর পর তামিলনাড়ু থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত ইরানি থানার আওতাধীন শ্রীনাথপুর গ্রামে পঞ্চায়েতের বাসিন্দা কইরেন সিংহের ছেলে জিতেন্দ্র সিং, বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে গৌরনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত টিলাগাঁও পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মখলিছ মিঞার ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ মখলিছ মিঞা জিতেন্দ্র সিংহের নামে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি ছাড়লেন ধলাই জেলা সভাধিপতি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির ধলাই জেলা সভাধিপতি রুবি ঘোষ শুক্রবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়াও অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন শুক্রবার। এদিন আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন জানিয়েছে বর্তমান বিজেপি সরকারের এ্বং দলের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে দলীয় নেতা কর্মীরা দল ছাড়ছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বিজেপি ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ অনাচার ও নৈরাজ্য তৈরি করেছে। নারী সংক্রান্ত অপরাধের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বর্মন বলেন, রাজ্য সরকারের এই ধরনের জঘন্য ইস্যুতে কোনো অবস্থান নেই এবং পুলিশ পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা পালন করছে। এই ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত সকলেই বিজেপির কর্মী

ও সমর্থক এবং কুমারঘাট ধর্ষণের ঘটনার প্রধান অপরাধী বিজেপি মন্ত্রীর ছেলে যে অবাধে চলাফেরা করছে। সুদীপ রায় বর্মন মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশী যুবকের মারধরে গুরুতর আহত গর্ভবতী মহিলা ও স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রতিবেশীর মারে আহত হয় সাত মাসের গর্ভবতী এক মহিলা ও তার স্বামী। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত সিপাহীজলা পুলিশ সুপার অফিসের অদূরে ননজলা এলাকায়। আহত গর্ভবতী মহিলার নাম জ্যোৎস্না বেগম, স্বামীর নাম সুমন মিয়া।

গর্ভবতী মহিলা ও তার স্বামী জানায় তাদের বাড়ির পার্শবর্তী কালামিয়ার ছেলে আমির হোসেন বৃহস্পতিবার রাতে দা দিয়ে তাদের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগের তার কেটে দেয় এবং বিশ্রী ভাষায় তাদেরকে গালিগালাজ করতে থাকে। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্না বেগম এবং তার স্বামী আমির হোসেনকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার কেটেছে।

এই প্রশ্ন করার পর আমির হোসেন সাত মাসের গর্ভবতী জ্যোৎস্না বেগমকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় এবং তার স্বামী সুমন মিয়াঁকে বেধড়ক ভাবে মারধর করে। এই নিয়ে দুইবার আমির হোসেন তাদের উপর আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ। তাই শুক্রবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ থানায় অভিযুক্ত আমির হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আক্রান্তরা। থানায় মামলা দায়ের করার পর ন্যায় বিচারের দাবি জানায় আক্রান্ত জ্যোৎস্না বেগম ও তার স্বামী।

একত্রে নিয়োগের দাবিতে এসটিজিটি চাকুরী প্রত্যাশীরা ফের অর্থমন্ত্রীর দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। একত্রে নিয়োগের দাবিতে ফের অর্থমন্ত্রীর দারস্থ হলেন এসটিজিটি চাকুরি প্রত্যাশীরা। অর্থমন্ত্রীকে তাঁরা চাকুরীতে নিয়োগের বিষয়ে দেওয়া আশ্বাস মনে করিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন।

প্রসঙ্গগত, গত শনিবার এসটিজিটি উত্তীর্ণ চাকুরী প্রত্যাশীরা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন,

বুধবার অর্থমন্ত্রীর কাছে তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল পাঠানো হবে। ফলে তাঁরা চাকুরীর খবর পাওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের জন্য পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। রাজ্যের যুবক-যুবতীদের খেলাধুলায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের জন্য পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভায় এ বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হবে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সাফল্য তুলে ধরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান।

তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্য যেমন রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, মনিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষা ইত্যাদি রাজ্যের সরকারি চাকুরিতে খেলোয়াড়দের জন্য পদ সংরক্ষণের নীতি রয়েছে তা পর্যালোচনা করেই রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

এদিন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, খেলাধূলার মান উন্নয়নে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের "খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পানিসাগর আঞ্চলিক শারীরশিক্ষণ কলেজে একটি অত্যাধুনিক সুইমিং পুলের নির্মাণ কাজ চলছে।যার ৯৫ শতাংশ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

তিনি বলেন, খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ফুটবলের সিন্থেটিক টার্ফ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্মৃতি স্টেডিয়ামে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অ্যাথলেটিক্সের জন্য সিন্থেটিক টার্ফ নির্মাণের কাজও প্রায় শেষের পথে।

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের ৪টি স্থানে ফুটবল সিন্থেটিক টার্ফ নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স থেকে ক্রীড়া দপ্তরকে ২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সেগুলি হলো- উমাকান্ত ফুটবল সিন্থেটিক টার্ফ, জিরানীয়ায় শচীন্দ্রনগর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ২২ ◘ ২৯ অক্টোবর ২০২২ ইং ◘ ১১ কার্তিক ◘ শনিবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

ভয়ংকর প্রবণতায় তটস্থ

ধর্ষণের মতো ভয়ংকর প্রবণতা রাজ্যে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি দুটি গণধর্ষণের ঘটনা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে। গন ধর্ষণের ঘটনায় শাসক দলের নেতা হইতে শুরু করিয়া মন্ত্রীপূত্রের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অভিযোগ উঠিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের আড়াল করিবার জন্য নানা প্রয়াস চালানো হয়। সেই কারণেই অপরাধীরা অনেক ক্ষেত্রেই রেহাই পাইয়া যায়। এই ধরনের ভয়ংকর প্রবণতা হইতে সমাজকে কলুষ মুক্ত করিবার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে হইবে।

গোটা বিশ্বে বাধ্যতামূলক শ্রম ও জোরপূর্বক বিয়ের শিকার মানুষ এক কোটি বাড়িয়াছে।দাসত্বের যুগ শেষ হইয়াছে বলা হইলেও বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। 'আধুনিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকা পড়িয়া বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। এসব মানুষকে দিয়ে হয় জোর করিয়া কাজ করাইয়া নেওয়া হইতেছে অথবা জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হইয়াছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসব মানুষের জীবনের মর্যাদাও নাটকীয়ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। জাতিসংঘের প্রকাশ করা নতুন এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বিশ্বজুড়িয়া আধুনিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকা পড়া মানুষের সংখ্যা এখন পাঁচ কোটি। আধুনিক যত উপায়ে এখনো দাসত্বের চর্চা চলিতেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তাহা সব দূর করিবার লক্ষ্য নিয়া কাজ করিতেছে জাতিসংঘ। কিন্তু জাতিসংঘের এ লক্ষ্য তো অর্জিত হয়নি, উল্টো বাড়িয়াছে।জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালে বিশ্বে বাধ্যতামূলক শ্রম ও জোরপূর্বক বিয়ের শিকার মানুষের সংখ্যা বাড়িয়াছে এক কোটি।জাতিসংঘের শ্রমবিষয়ক সংস্থা আইএলও, অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা আইওএম ও অস্ট্রেলিয়ার দাতব্য সংস্থা ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ গবেষণা করিয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে, গত বছরের শেষ দিকে বিশ্বের ২ কোটি ৮০ লাখ লোক বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়াছেন। আর জোরপূর্বক বিয়ের পর সংসার করিয়াছেন ২ কোটি ২২ লাখ।জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী হিসাবটা এমন দাঁড়াইতেছে বিশ্বে প্রতি দেড়শ মানুষের মধ্যে প্রায় একজন দাসত্বের আধুনিক শৃঙ্খলে বন্দী হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন।গবেষণার অংশীদার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আইএলও প্রধান গাই রাইডার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক বিষয় যে আধুনিক দাসত্বের পরিস্থিতির উন্নতি হইতেছে না। মানুষের এই মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি এখনো ঘটিয়া চলিতেছে। কোনো ধরনের কোনো যুক্তি দিয়াই এর বৈধতা দেওয়া যাইতে পারে না।গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, কোভিড মহামারি এই ঝুঁকি আরও বাড়াইয়াছে। কারণ, মহামারিতে অনেক শ্রমিকের পরিস্থিতি ও ঋণের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও সশস্ত্র সংঘাতে চাকরির বাজার, শিক্ষা, হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা এবং জোরপূর্বক ও অনিরাপদে দেশান্তর বাড়িয়াছে নজিরবিহীনভাবে।এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত
হইয়াছে নারী ও শিশুরা। বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার প্রতি পাঁচজনের একজনই শিশু। এর মধ্যে অর্ধেক বাণিজ্যিকভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার। এতে বলা হয়, অভিবাসী শ্রমিকেরা অ-অভিবাসী প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের তুলনায় জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে তিন গুণ বেশি।আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা আইওএম প্রধান আন্তোনিও ভিতোরিনো এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ও নিরাপদ অভিবাসনের বিষয়টির গুরুত্ব উঠিয়া আসিয়াছে এ প্রতিবেদনে।বিশ্বের প্রতিটি দেশেই আধুনিক দাসত্বের শিকার মানুষ রহিয়াছে। এর মধ্যে শ্রম দিতে বাধ্য হইতেছে এমন মানুষের অর্ধেকের বেশি এবং জোরপূর্বক বিয়ের শিকার মানুষের চার ভাগের এক ভাগ উচ্চমধ্যম বা উচ্চ আয়ের দেশের। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৬ সালে যতসংখ্যক লোক জোরপূর্বক বিয়ে করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এরপরের সময়ে সেই সংখ্যা ৬৬ লাখ বাড়িয়াছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু। একই সময়ে জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য মানুষের সংখ্যা বাড়িয়াছে ২৭ লাখের মতো।এই সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রধানত বেসরকারি খাতের অর্থনীতিতে জোরপূর্বক শ্রম দেওয়া মানুষের। এর মধ্যে রহিয়াছে বাণিজ্যিকভাবে যৌনকাজে বাধ্য করা।তবে জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে এ-ও বলা হইয়াছে, জোরপূর্বক শ্রম দিতে যাঁহারা বাধ্য হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৪ শতাংশ কাজ করিতেছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কাজে। এ ছাড়া অনেক দেশে কারাগারে বন্দী মানুষকে দিয়া জোরপূর্বক কাজ করাইয়া নেওয়া হইতেছে। এসব দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশও রহিয়াছে।প্রতিবেদনে বলা হয়, জোরপূর্বক শ্রমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতি উত্তর কোরিয়ার। এর আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় থেকেও বিষয়টি নিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছিল। এ ছাড়া চীনের বিষয়টিও উঠিয়া আসিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, জাতিসংঘের একাধিক সংস্থা চীনে জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি নিয়া উদ্বেগ জানায়। এর মধ্যে দেশটির জিনজিয়াং অঞ্চল রহিয়াছে। যেখানে ১০ লাখের বেশি উইঘুর ও অন্য সম্প্রদায়ের মুসলিমকে আটকে রাখিয়া কাজ করানো হইতেছে।

গুয়াহাটিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

গুয়াহাটি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চাঁদমারি পুলিশ ভাস্করনগরের রাজপথে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ যুবককে গ্রেফতার করেছে।

গুয়াহাটিতে ফলস সিলিঙের মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করত মফিজুল ইসলাম নামের যুবক। মফিজুলের হেফাজত থেকে পুলিশ একটি পিস্তল বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃত মফিজুলকে পুলিশ থানায় নিয়ে জেরা করছে। তবে কী কারণে সে তার সঙ্গে পিস্তল রেখেছিল তা পুলিশের জেরায় এ খবর লেখা পর্যন্ত জানায়নি ইসলাম। পুলিশের সন্দেহ ডাকাতির উদ্দেশ্যে সে তার সঙ্গে পিস্তলটি রেখেছিল।

মিঞা সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : মিঞা সংস্কৃতিতে এবার তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ এবং পর্যটন দফতরের মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া। মিঞা সংস্কৃতি মানে, প্রব্রজনকারীদের সংস্কৃতি বলে মনে করেন তিনি।

আজ শুক্রবার হাইলাকান্দিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বরুয়া মিঞা মিউজিয়াম প্রসঙ্গে এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি কোনও রাখঢাক না করে বলেন, 'মিঞা শব্দের মানে হচ্ছে প্রব্রজনকারী বা আগ্রাসনকারী'। বিভিন্ন সময় পূর্বপাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে অসমে প্রব্রজন করেছিল যারা, অসমিয়ারা তাদেরকে মিঞা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। যারফলে অসমে মিঞা সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া।

মিঞা সংস্কৃতি নয়, অসমে অসমিয়া সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী। শুক্রবার হাইলাকান্দিতে মাইক্রো ফিনান্সের দ্বিতীয় দফার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। মন্ত্রী বরুয়া আরও বলেন, আগ্রাসনকারীদের মিউজিয়াম বানানোর প্রশ্নই ওঠে না। এ কথা যারা ভাবে এবং যারা তা সমর্থন করছে তারা অসমিয়া জাতির জন্য ভয়াবহ সমস্যা বলে মন্ত্রী মনে করেন। এছাড়া বিধায়ক শেরমান আলির মিঞা মিউজিয়াম সম্পর্কিত মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া। তাঁর মতে, শেরমান আলির মতো ব্যক্তিকে বিধায়ক নির্বাচিত করা অসমিয়া জাতির জন্য ভুল ছিল।

বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া ফিশন বিক্রিয়ার জননী

প্রবীর মজুমদার

বিজ্ঞানের ইতিহাসকে এক অর্থে মানুষের ইতিহাসই বলা যায়য মানব ইতিহাসের মতো বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও দেখা যায়, পুরুষ না হবার কারণে একজন মানুষ তার কাজের প্রাপ্য স্বীকৃতি পায়নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু সত্যি। আর, এই সত্যিগুলো স্বীকার করে নিয়ে সেই মানুষগুলোকে প্রাপ্য কৃতিত্বের যতটুকু সম্ভব, আমাদের দেওয়া উচিত। স্বীকার করে নেওয়া উচিত, একসময় মানুষ তাদের স্বীকৃতি না দিয়ে ভুল করেছিল। এরকমই একটি উদাহরণ হলেন লিজ মাইটনার। ফিশন ক্রিয়া আবিষ্কারের পেছনে ধার অবদান সবচেয়ে বেশি, তার যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা, তা কি আর বলতে হয়? অথচ তাঁকে সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এমনকি আজও আনেক মানুষ তার নাম ঠিকভাবে জানেও না! মানব সভ্যতার যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোর একটির মূল নায়ক শুধু ইহুদি নারী হওয়ায় হারিয়ে গেছেন বিসতির অতলে। লিজ মাইটনারকে বলা হয় ফিশন বিক্রিয়ার জননী। লিকুইড ড্রপলেট মডেলের মাধ্যমে তিনি ফিশন বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেন ১৯৩৯ সালে। তার আগে পাঁচ বছর পেছনে ফিরে যাওয়া যাক। ১৯৩৪ সাল। ফিশন নিয়ে কাজ করছেন এনরিকো ফার্মি। মহাবিশ্বের অর্ধেক কণা তার নামে পরিচিত! কী দলে ভেঙে গেল মৌলটি, তৈরি হলো তার তেজস্ক্রিয় যাইসোটোপ। এটিই ফিশন। কিন্তু তখনও এর নাম ফিশন হয়নি। এদিকে, ইউরেনিয়ামের ফিশন নিয়ে ঝামেলা লেগে গেল। এত বড় ও ভারী কোনও মৌলের নিউক্লিয়াসকে যে নিউট্রনের ফোঁকায় দুইভাগ করে ফেলা যায়, সেটা অনেক জ্ঞানীরাই মানতে পারছিলেন না।

কেন এমন হয়, সে ব্যাখ্যাই দেন মাইটনার, ১৯৩৯ সালে লিকুইড ড্রপলেট মডেলের মাধ্যমে। সহজ ভাষায়, লিকুইডড্রপলেট মডেল বলে, নিউক্লিয়াস আসলে জলের ফোঁটার তো। জলের ফোঁটার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। সারফেস টনশন বা পৃষ্ঠটানের জন্য ফোঁটাটার ভেতরের অণুগলো সঙ্গে থাকে। একই জিনিস যদি নিউক্লিয়াসের জন্য ভাবি, মধর্মী চার্জগুলোকে একসঙ্গে ধরে রাখে একটি বল Foree। উত্তপ্ত কোনও নিউট্রন যখন এই নিউক্লিয়াসে আঘাত করে, তখন সেটাসহ একসঙ্গে জটিল গড়নের কে নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। বাড়তি নিউট্রনের জন্য এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে কিছু বাড়তি শক্তি জমা হয়। এই শক্তির কারণে নিউক্লিয়াসের ভেতরে তৈরি হয় দ্রুতগতির কম্পন। ফলে নিউক্লিয়াসটা কাপতে কাপতে ভাম্বেল বা বলনাকার ধারণ করে, ভাঙতে থাকে সেই বলের বাঁধন।

তারপর নিউক্লিয়াসটা মাঝখান থেকে দুই ভাগ হয়ে যায়, অনেক বিজ্ঞানী মানতে পারছিলেন না ইউরেনিয়ামের মতো ভারী নিউক্লিয়াস নিউট্রনের ফোঁটায় দুইভাগ হয়ে যেতে পারে। এটা মানতে না পারলেও অনেক বিজ্ঞানী মেনে ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল তৈরি হয়। এঁদের মধ্যে মাইটনার যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন আইরিন জুলিয়ট কুরিও। আইরিন দেখলেন, নতুন তৈরি হওয়া মৌলটি রাসায়নিকভাবে রেডিয়ামের মতো আচরণ করে। এই রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর মা, মেরি কুরি। এখানে ঘটনা হলো, ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ভর ২৩৫। আর রেডিয়ামের ভর ২২৬। মাইটনার ভাবলেন, উৎপন্ন মৌলটা যদি রেডিয়াম হয়, তাহলে হিসেব মেলে না। ঘটনাটাকে কোনও নিয়মে ঠিকভাবে বাধা যাচ্ছে না, ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কথা হলো, কিছু একটার হিসেব না মিললে সমস্যা কী? জিনিসটা যে হচ্ছে, সেটাই যথেষ্ট না? উত্তর, না, যথেষ্ট না। যতক্ষণ জিনিসটা কী এবং কীভাবে কাজ করে, সেটা জানা না যায়, ততক্ষণ ওই ব্যাপারটাকে কোনও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাহলে, সেটাকে কী হিসেবে ধরা হয়? সমস্যা এরকম অনেক সমস্যা এখনও রয়ে গেছে, যেগুলো আজও সমাধান করা যায়নি। প্রসঙ্গে ফিরি। ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে, যদি উৎপন্ন জিনিসটা এত ভারী কোনও মৌল না হয়। কেন? কারণটা সহজ ভাষায় বললে এমন: জলের ফোঁটা ভাঙলেও এর মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকতে হবে। নতুন উৎপন্ন ফোঁটা দুইটার একটা অনেক বেশি ভারী, আরেকটা অতিরিক্ত হাক্কা হবে না। তেমনি, নতুন উৎপন্ন মৌলের একটা রেডিয়াম হলে ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ভর ২৩৫ এর ২২৬ই সে নিয়ে নেয়। বাকি অংশটা বেশি হালকা হয়ে যায়। সমস্যার সমাধানও ভাবলেন তিনি। রেডিয়াম না হয়ে ওটা যদি বেরিয়াম হয়, তাহলে এর ভর হবে অনেকটা কম, ১৩৫। এদিকে, রেডিয়ামের সঙ্গে বেরিয়ামের রাসায়নিক বৈশিষ্টরও অনেক মিল। তার মানে, ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস জলের ফোঁটার মতোই দুইভাগ হয়ে যাচ্ছে। সবই বুঝলেন, কিন্তু প্রমাণ করবেন কীভাবে? অটো হান নামে নিজের এক বন্ধু বিজ্ঞানীকে চিঠি দিলেন মাইটনার, দেখা করতে চান কোপেনহেগেনে। মাইটনার তখন সুইডেনে। তার দেখা করলেন। মাইটনার হানকে বললেন, উৎপন্ন জিনিসটাকে বেরিয়ামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। বাকিটা আমি সাধারণ পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি! ফিরে গেলেন হান। পরীক্ষা করে দেখলেন, মাইটনারই ঠিক। হান এই পরীক্ষাটা করেছিলেন আরেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্ট্যাসম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। এদিকে, মাইটনার কাজ করেছিলেন ভাইপো ফ্রিস্কের সাথে। হান আর স্ট্যাসম্যান তাদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে গবেষণাপত্র লিখে পাঠালেন জার্মান বৈজ্ঞানিক জার্নাল নেচারওয়াইজেনস্কাফতেন- এ। এটা প্রকাশিত হয় ৬ জানুয়ারি, ১৯৩৯-এ এদিকে মাইটনার আর ফ্রিস্ক প্রত্রিয়াটার নাম রাখেন নিউক্লিয়ার ফিশন, এবং গবেষণাপত্র পাঠান নেচার-এ। সেটা প্রকাশিত হয় মাসখানেক পরে, ১১ ফেব্রুয়ারিতে।

কিন্তু এখানে মাইটনারের প্রতি একটা বড় ধরনের অন্যায় করেন হানা। তিনি যে পরীক্ষা করেছিলেন, সেটা করেছিলেন মাইটনারের কথায়। কিন্তু তার গবেষণাপত্রেমাইটনারের কোনও উল্লেখই ছিল না! মাইটনার একে তো ছিলেন নারী, তার ওপর ইহুদি। হান বুঝেছিলেন, এমন কারও কথা গবেষণাপাত্রে রাখলে সেটাঠিক মূল্য পাবে না। কিংবা হয়তো হিটলারের রোষের আশঙ্কায়। ১৯৪৪ সালে এই গবেষণার জন্য নোবেলে পুরস্কার পান অটো হান। কিন্ত মাইটনার কোনও স্বীকতিই পাননি। নোবেল কমিটির এ অন্যায় টাকতে গিয়ে অনেকে একটা অদ্ভুত অজুহাত দেন। তাঁরা বলেন, মাইটনার আর হান দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেননি। যেহেতু হানের গবেষণাপত্রে মাইটনারের কথা ছিল না, কাজেই তার অবদান নোবেল কমিটি বুঝতেই পারেননি। মজার ব্যাপার হলো, হানের গবেষণাপত্রে ফিশন শব্দটা ছিলই না! ছিল না কোনও ব্যাখ্যাও যে, কী কারণে তিনি বেরিয়ামের কথা ভাবলেন; আর উৎপন্ন মৌল দুটোকে আলাদাকরে বেরিয়ামের সাথে তুলনা করে দেখলেন। এই তো গেল একদিক। আরেকদিক হলো, বিজ্ঞানী ভন লাউয়ে নোবেল কমিটিকে অনুরোধ করেছিলেন মাইটনারকে পুরস্কার দিতে। এমনকি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাতে সম্মতও হয়েছিলেন। তাতেও চোখ-কান খোলেনি নোবেল কমিটির। মাইটনারের গবেষণাপত্রের গুরুত্ব বুঝেছিলেন আইনস্টাইনও। অবশ্য তাকে বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝিয়েছিলেন লিও জিলার্ডসহ আরও ক'জন বিজ্ঞানী। তাদের কথা আমলে নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি লিখলেন আইনস্টাইন। চিঠিতে বললেন, এই ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হিটলারের হাতে পড়লে সব শেষ হয়ে যাবে। সেই চিঠির সূত্র ধরেই শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা বানানোর গেপনীয় ম্যানহাটন প্রজেক্ট মাইটনারের আত্মজীবনীকার রুথ সিমে লিখেছেন, মাইটনারকেও এই প্রজেক্টে কাজ করতে বলা হয়। কিন্তু মাইটনার তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর যুক্তি, মানুষ মারার জন্য তো তিনি বিজ্ঞানে আসেননি! অথচ ভাগেঢের কী আখ্যায়িত করা হয় পারমাণবিক বোমার জননী হিসেবে।

বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন মাইটনার। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারটি হলো এনরিকো ফার্সি পুরস্কার। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি মাইটনার, স্ট্রেসম্যান ও হানকে ফিশন আবিষ্কারের জন্য পুরস্কৃত করে। বলা যায়, এটাই মাইটনারের পাওয়া প্রথম স্বীকৃতি। তার পাওয়া বড় স্বীকৃতিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। শেষ জীবনে মাইটনার অনেকটা নীরবে- নিভৃতেই কাটিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি ওপারে পাড়ি জমান।

সে সময় স্বীকৃতি না দিলে কী হবে, সত্যটা জানে সবাই। সেজন্যেই মাইটনারের সম্মানে পর্যায় সারণির ১০৯তম মৌলের নাম রাখা হয় মাইটনেরিয়াম। মাত্র ১৫ জন বিজ্ঞানী এই বিরল সম্মান পেয়েছেন। এর মাঝে নারী বিজ্ঞানী আছেন মাত্র দু'জন, মাইটনার আর মেরি কুরি (কুরিয়াম)। এটা বলা যায়, নোবেল পুরস্কারের দুর্ভাগ্য, মাইটনারের হাতে জায়গা করে নিতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জীবনভর প্রচণ্ড কষ্ট করে এই সমাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেছেন মাইটনার। তাকে যথার্থ সম্মান দিতে না পারলেও, আমাদের চেষ্টা হতে হবে, আর যেন কখনও কারও সাথে এমনটা না হয়। তাতে করে হয়তো তীর স্মৃতিকে কিছুটা সম্মান দেওয়া হবে। মাইটনার বেঁচে থাকলেও যে তা-ই চাইতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আজ তার ৫৫তম মৃত্যুদিন। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

সে সময় স্বীকৃতি না দিলে কী হবে, সত্যটা জানে সবাই। সেজন্যেই মাইটনারের সম্মানে পর্যায় সারণির ১০৯তম মৌলের নাম রাখা হয় মাইটনেরিয়াম। মাত্র ১৫ জন বিজ্ঞানী এই বিরল সম্মান পেয়েছেন। এর মাঝে নারী বিজ্ঞানী আছেন মাত্র দু'জন, মাইটনার আর মেরি কুরি (কুরিয়াম)। এটা বলা যায়, নোবেল পুরস্কারের দুর্ভাগ্য, মাইটনারের হাতে জায়গা করে নিতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জীবনভর প্রচণ্ড কষ্ট করে এই সমাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেছেন মাইটনার। তাঁকে যথার্থ সম্মান দিতে না পারলেও, আমাদের চেষ্টা হতে হবে, আর যেন কখনও কারও সাথে এমনটা না হয়। তাতে করে হয়তো তাঁর স্মৃতিকে কিছুটা সম্মান দেওয়া হবে। মাইটনার বেঁচে থাকলেও যে তা-ই চাইতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ছট পুজোর ইতিবৃতি ও পৌরাণিক কাহিনী

বিশেষ প্রতিবেদন।। বাঙালির উৎসব মোটামুটি শেষ, তবে অবাঙালি সম্প্রদায়ের একাংশের বড় উৎসব চারটি তিথিতে চলবে এই পুজোর বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান। সাধারণত বছরে দু'বার পালিত হয় এই পুজো- প্রথমবার চৈত্র মাসে (একে বলে চৈতী ছট) এবং দ্বিতীয়বার কার্তিক মাসে (এর নাম কার্তিকী ছট)। ছটের আচার অনুষ্ঠান - চারদিনের এই ব্রতের প্রথম দিনে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে স্নান সেরে শুদ্ধাচারে নিরামিষ খাওয়ার রেওয়াজ আছে। একে 'নহায়-খায়' বলা হয়, পরদিন থেকে শুরু হয় উপোস। ব্রতীরা দিনভর নির্জলা উপবাস করে সন্ধ্যার পর পুজো শেষ করে ক্ষীরের খাবার খান, একে 'খরনা' বলে। তৃতীয় দিনে সূর্যাস্তের সময় কোনও নদী বা জলাশয়ের ঘাটে গিয়ে অন্যান্য ব্রতীদের সঙ্গে অস্তগামী সূর্যকে দুধ অর্পণ করেন ব্রতীরা, এই আচারকে 'সন্ধ্যা অর্ঘ্য' বলে। ব্রতের শেষদিন ঘাটে গিয়ে উদীয়মান সূর্যকে ফের দুধ দান করে উপোস ভাঙা হয়। এই আচারের নাম 'উষা অর্ঘ্য'। সব মিলিয়ে ছট উপলক্ষে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা নির্জলা উপোস করেন ব্রতীরা। পুজোর প্রসাদ হিসাবে থাকে বাঁশ দিয়ে তৈরি পাত্রে গুড়, মিষ্টি, ক্ষীর, ঠেকুয়া, ভাতের নাড়ু, আখ, কলা, মিষ্টি লেবু। কী এই ছট পুজো?- ছট পুজো হল আদতে সূর্যদেব এবং তাঁর পত্নী ঊষাদেবীর পুজো। এই পুজোর প্রচলন পূর্ব ভারতের বিহার-ঝাড়খণ্ডে। এছাড়া, মহাভারতের চরিত্রের সঙ্গেও রয়েছে ছটপুজোর যোগসূত্র। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ধুমধাম করে পালিত হয় এই উৎসব। এর পাশাপাশি, উত্তরপ্রদেশের একটি বড় অংশেও এই পুজোর প্রচলন রয়েছে। ভারতের বাইরে নেপালের কিছু অংশেও এই উৎসব পালন করতে দেখা যায়। মহাভারতের আখ্যানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে অনেকে বলেন, অঙ্গদেশের রাজা হওয়ার পরে সেই অঞ্চলে ধুমধাম করে সূর্যদেবের পুজো ও উতসবের প্রচলন করেন কর্ণ এবং সেই উতসবই কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে ছটপুজো হিসাবে পালিত হয়ে চলেছে। ছট পূজা (বা ছঠ পূজা) হিন্দু বর্ষপঞ্জীর কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উদযাপিত একটি প্রাচীন হিন্দু পার্বণ। সূর্য্যোপাসনার এই অনুপম লৌকিক উৎসব পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে পালিত হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এই পার্বণ প্রবাসী ভারতীয়দের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত হয়েছে। ছট পূজা সূর্য্য ও তার পত্নী ঊষার (ছটী মাঈ) প্রতি সমর্পিত হয়, যেখানে তাকে পৃথিবীতে জীবনের স্রোত বহাল রাখার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আশীর্বাদ প্রদানের কামনা করা হয়। ছটে কোনও মূর্তির পূজা করা হয় না। ছট পার্বণ- ছট বা ছঠ, ষষ্ঠী নামের অপভ্রংশ। মূলত সূর্য ষষ্ঠী ব্রত হওয়ার দরুণ একে ছট বলা হয়। কার্তি মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপাবলি পালনের পর এই চার দিনের ব্রতের (কার্তিক শুক্লা চতুর্থী থেকে কার্তিক শুক্লা সপ্তমী) সবচেয়ে কঠিন ও তাতপর্যপূর্ণ রাত্রি হল কার্তিক শুক্লা ষষ্ঠী; বিক্রম সংবতের কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত উদযাপিত হওয়ার কারণে এর নাম ছট রাখা হয়েছে।

এই পূজার কখন উতপত্তি হয়েছিল তার কোনো স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু পৌরাণিক আখ্যানে ছট পূজার নীতি নিয়মের সঙ্গে মিল থাকা উতসব দেখা যায়। ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহে সূর্য্যবন্দনার স্পষ্ট নিদর্শন আছে। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক, রোমান, মিশরীয় ইত্যাদির সভ্যতাসমূহেও সূর্য্য মুখ্য দেবতা ছিলেন। সেভাবে ঊষাও বৈদিক দেবী। বেদে উল্লেখ থাকা মতে, তিনি হলেন সূর্বের দেবী এবং অশ্বিনীকুমারদের মাতা। অগ্নি, সোম এবং ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা সকলের পরে তিনি হলেন অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈদিক দেবী। রাত্রি হল তার ভগ্নী যাকে হয়তো পরে পৌরাণিক যুগে সন্ধ্যা এবং ছায়ারূপে কল্পিত করা হয়েছে। রামায়ণে উল্লেখ থাকা মতে, রামের কুলদেবতা সূর্য্যের জন্য রাম এবং সীতা এই পূজা করেছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ থাকা মতে, দ্রৌপদী ধম্য ঋষির উপদেশ মতে সূর্য্যকে আরাধনা করে অক্ষয় পাত্র লাভ করেছিলেন। সঙ্গে মহাবীর কর্ণের কোমর পর্যন্ত জলে নেমে সূর্য্যের উপাসনা করা উল্লেখ আছে। আজও ছট পূজা উদ্‌যাপন করা সকল মানুষকে কোমর পর্যন্ত জলে নেমে সূর্য বন্দনা করতে দেখা যায়। অন্য এক আখ্যান মতে, পাণ্ডু ঋষি হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্তের কারণে পত্নী কুন্তীর সঙ্গে বনে থাকায় পুত্র প্রাপ্তির জন্য সরস্বতী নদীর পারে সূর্য্য উপাসনা এবং ব্রত করেছিলেন। পুরাণ মতে, প্রথম মনু প্রিয়বতের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তার পিতা কাশ্যপ মুনি পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ করতে পরামর্শ দেন। এর ফলে তার পত্নী মালিনী একটি মৃত পুত্র জন্ম দিলেন। মৃত শিশু দেখে তারাও বিলাপ করতে থাকায় আকাশ থেকে এক দিব্য কন্যা প্রকট হলেন। তিনি নিজকে ব্রহ্মার মানস পুত্রী বলে পরিচয় দিলেন এবং মৃত পুত্রকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সে জীবিত হয়ে উঠল। এখনও ঊষা দেবী বা ছটি মায়ের মূর্তি কোলে কিছু থাকা অবস্থায় কল্পনা করা হয় এবং পুত্র প্রাপ্তির জন্য ব্রত উপাসনা করা হয়। তদুপরি লৌকিক দেবী হিসাবে অন্য বহু লোককথা আখ্যান হিসাবে মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে নিয়ে দলীয় কর্মীদের র‍্যালী আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

সড়ক দুর্ঘটনায় লাগাম টানতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পর্যালোচনা সভা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও সাম্প্রতিককালে বর্ধিত সড়ক দুর্ঘটনায় লাগাম টানতে জেলাশাসকের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে পর্যালোচনা সভা। অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনায় নানা ধরনের যানের যাত্রী-আরোহীর মৃত্যু কিংবা পঙ্গুত্ব জীবন কাটাতে হয়। তেবে সড়ক দুর্ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৪৪ বছরের সৃজনশীল বয়োসীমার তরুণ তথা ব্যক্তির জীবনহানি ও পঙ্গুত্বের শিকার হতে হচ্ছে। তাই জনগণের জীবন সুরক্ষার জন্য সড়ক দুর্ঘটনায় লাগাম টানতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আজ শুক্রবার করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলাশাসক মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পুলিশ প্রশাসন, জেলা পরিবহণ দফতর, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, পূর্ত (সড়ক), স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ শাখার আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় জেলাশাসক সড়ক দুর্ঘটনার মাত্রা রোধে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জাতীয় সড়কে সতর্কতাবার্তা সংবলিত সাইনেজ, বড় আকারের হোর্ডিং সহ দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সতর্কীকরণ বার্তার বোর্ড সংস্থাপনের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি জেলাশাসক বিভিন্ন স্থানে রিফ্লেক্টর সিগন্যালের মাধ্যমে সতর্কতা এবং নির্ধারিত গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতেও বলেন।

যানবাহন চালকদের লাইসেন্স সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়মিত পরীক্ষা করতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ শাখা ও জেলা পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন জেলাশাসক। এছাড়া যানবাহনের চালকরা সঠিক সিগন্যাল মানছে কি না তার নিয়মিত তদারকি করতেও বলেন। পাশাপাশি যানবাহনের সঠিক সিগন্যাল মেনে চালানো সম্পর্কে চালকদের সচেতন করতে পরামর্শ দেন তিনি। সভায় জানানো হয়েছে, ইন্টিগ্রেটেড রোড অ্যাক্সিডেন্ট ডাটাবেজ বা আইআরএডি-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পুলিশ, জেলা পরিবহণ বিভাগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগে সড়ক দুর্ঘটনার তদারকি করা হবে এবং বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে কারণ অনুসন্ধানক্রমে ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে।

এদিকে সভায় ভারপ্রাপ্ত জেলা পরিবহণ আধিকারিক সাহাব উদ্দিন তাপাদার জানান, পুলিশ এবং জেলা পরিবহণ বিভাগের সহযোগে জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত তদারকি জারি রয়েছে। এর অতিরিক্ত হিসেবে শীঘ্রই বিভাগ দুটির সহযোগিতায় সড়ক সুরক্ষার নিয়ম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যাপক বিশেষ অভিযান সমগ্র জেলা জুড়ে শীঘ্রই চালানো হবে।

তিনি আরও জানান, করিমগঞ্জের শহরতলি বাবা হোটেলের সম্মুখস্থল খুবই স্পর্শকাতর, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। তাই ওই স্থানে সতর্কতার সাথে এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করে যানবাহন চালানো সহ চলাফেরা করার আহ্বান জানান জেলা পরিবহণ আধিকারিক। এছাড়া জেলার অন্যান্য দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলোতেও শীঘ্রই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও মত পোষণ করেন তিনি। আজকের পর্যালোচনা সভায় করিমগঞ্জ জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এবং জনগণের জীবন রক্ষা করতে জনগণকে সচেতন ও সতর্ক থাকতে, হেলমেট পরিধান, সিটবেল্ট পরিধান, যানবাহন চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা, যত্রতত্র ওভারটেক থেকে বিরত থাকা, নিয়ন্ত্রিত গতিতে যানবাহন চালানো, জাতীয় সড়কে উপযুক্ত সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালাতে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় ডিডিসি বিক্রম দেবশর্মা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) পার্থপ্রতিম দাস, করিমগঞ্জ পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিক্রম চাষা, জাতীয় সড়কের নির্বাহী বাস্তকার আব্দুল হক খান, পূর্ত গ্রামীণ সড়কের নির্বাহী বাস্তুকার নিরঞ্জন রায়, স্কুলসমূহের পরিদর্শক একে দাস, স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে ডা. জামাল আহমেদ চৌধুরী, এমভিআই দুর্গা গগৈ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ শাখার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণ শাখার অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারী সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার / স্নিগ্ধা / সমীপ / অরবিন্দ

নাকাশিপাড়ায় লরি ও গাড়ির সঙ্ঘর্ষে মৃত্যু এক শিশু-সহ ৫ জনের, ক্ষোভ স্থানীয়দের

নদিয়া, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): নদিয়া জেলার নাকাশিপাড়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। শুক্রবার সকালে একটি লরির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে এক শিশু-সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি রায়গঞ্জ থেকে কলকাতার দিকে আসছিল। নাকাশিপাড়ায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের টোল প্লাজার কাছে সামনে থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই গাড়িটির। দুর্ঘটনার কারণে পাঁচ আরোহীরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে। দেহগুলি ইতিমধ্যেই গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই জাতীয় সড়কে কাজ চলছিল। কাজ থমকে থাকায় একদিকে দিয়েই গাড়ি চলাচল করছিল। আর সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক ধারণা। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে একটি যাত্রিবাহী গাড়ি বেথুয়াডহরির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বহরমপুরগামী একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গাড়ির এক শিশু-সহ ৫ যাত্রীর।

দুর্ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিনিয়তই এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। টোল থেকে ছাড়িয়ে রাস্তাটা এক লেনের হয়ে যাওয়ায় অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়িগুলি। এমন একটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় কেন ট্রাফিক পুলিশের কোনও নজরদারি থাকে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

সাতারা জেলায় মৃদু ভূকম্পন, ক্ষয়ক্ষতি হয়নি

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : শুক্রবার সকালে মুম্বাইয়ের সাতরা জেলায় অবস্থিত কয়না কমপ্লেক্সে ভূমিকম্পের একটি ছোট কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ২.৮। ভূমিকম্পের কারণে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ৬টা ৩৪ মিনিটে কয়না কমপ্লেক্সের হেলভাক গ্রামের আশপাশের এলাকায় ভূমিকম্পের মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। কয়না, পাটান, পোফলি, চিপলুন, চান্দোলি, সাতারা, সাংলি, কোলহাপুর জেলার কিছু জায়গায় ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে। সাতারা জেলা প্রশাসন নাগরিকদের কোনোভাবেই আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে।

আকবর সাহেবের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন জি কিষাণ রেড্ডি, চলবে ৩ নভেম্বর অবধি

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লিতে বিশিষ্ট শিল্পী আকবর সাহেবের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। শুক্রবার দিল্লিতে রাজীব মেনন দ্বারা কিউরেট করা আকবর সাহেবের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন জি কিষাণ রেড্ডি। এটি একটি অনন্য প্রদর্শনী যেখানকার শিল্পকর্মগুলি দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবদান দ্বারা অনুপ্রাণিত। ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টে এই প্রদর্শনী চলবে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দুয়ারে সরকার থেকে মিলবে দুই নতুন পরিষেবা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : আগামী ১ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যব্যাপী দুয়ারে সরকার। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই দুয়ারে সরকারের সব সুবিধা দিয়ে দিতে হবে উপভোক্তাদের, এই মর্মে ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন। শুক্রবার জানা গিয়েছে, এবার দুয়ারে সরকারে যুক্ত হল আরও দু''টি পরিষেবা। সূত্রের খবর, জমির পাট্টার জন্য আবেদন পত্র ও বিদ্যুতের নতুন সংযোগ এবং বিদ্যুতের পুরনো বকেয়া মেটানো- এই দু''টি পরিষেবাও যুক্ত হচ্ছে দুয়ারে সরকার প্রকল্পে। এতদিন দুয়ারে সরকার প্রকল্প থেকে ২৭টি পরিষেবা পাওয়া যেত। নতুন দু''টি পরিষেবা শুরু হওয়ায় সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২৯। আগামী ১লা নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করা হবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব আবেদন পত্রের নিষ্পত্তিও করে দিতে হবে বলে ইতিমধ্যে নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য।

ওদলাবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস, আহত কমপক্ষে ১৬

ওদলাবাড়ি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ি থেকে ওদলাবাড়ি আসার পথে গজলডোবার কাছে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস। শুক্রবার সকালে বেশকিছু যাত্রী নিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৬ জন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওদলাবাড়ির দিকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর বাসটির সামনে থাকা একটি ট্রেলার হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেইসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি ট্রেলারের পেছনে ধাক্কা মারে। বাসের সামনের কাঁচের জানালা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একাধিক মহিলা, একজন স্কুল ছাত্রী, চালক, খালাসি এবং অন্যান্য যাত্রীরা রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালবাজার থানার পুলিশ। গাড়ি দুটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দেশের প্রতিটি গ্রামে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন মোদীজি : রাজনাথ সিং

লেহ, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার লাদাখের লেহ-তে দেশের শেষ গ্রাম শ্যক থেকে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের ৭৫টি বিভিন্ন প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করে একথা বলেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ৪৫টি সেতু, ২৭টি রাস্তা এবং দু''''টি হেলিপ্যাড প্রকল্প। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লাদাখে একটি কার্বন-নিরপেক্ষ আবাসিক কমপ্লেক্স এবং দু''''টি হেলিপ্যাডও উদ্বোধন করেন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রামে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপস্থিতির কারণে দেশের এই অংশে উন্নয়ন পৌঁছতে পারেনি। তিনি বলেন, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এখন উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে।

হাইলাকান্দির জামিরায় প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত, আটক এক

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার মিজোরাম সীমান্তবর্তী জামিরায় প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

জামিরা থানার ওসি জানান, আজ শুক্রবার সকালে আন্তঃরাজ্য চেকপয়েন্টে মিজোরাম থেকে আগত এনএল ০১ এসি ১৯৩০ নম্বরের ট্রাক থেকে ৩৮ বস্তা বার্মিজ সুপারি তাঁরা উদ্ধার করেছেন। সুপারিগুলির বৈধ কোনও নথিপত্র দেখাতে না পারায় আটক করা হয়েছে ট্রাকের চালক তহিদুর শেখকে। সুপারিগুলির মালিক এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সদুত্তর জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওসি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সুপারিগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে দেড় লক্ষ টাকা হবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২৫ অক্টোবর কারবি আংলং জেলার খটখাটি পুলিশ আরজে ১৯ জিসি ৩৩০১ নম্বরের একটি ট্রাকে তালাশি চালিয়ে ৩০০ বস্তা বার্মিজ লঙ্কা উদ্ধার করেছিল। বার্মিজ লঙ্কাগুলি মায়মার থেকে নাগাল্যান্ড হয়ে আসছিল।

মুম্বইয়ের বোরিভালিতে ভেঙে পড়ল তিন তলা বহুতল, নীচে চাপা পড়ল ৪-৫টি গাড়ি

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বইয়ের বোরিভালিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি তিনতলা বাড়ি। শুক্রবার বোরিভালির ওয়াজিরা নাকা এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি তিনতলা বাড়ি। ওই বহুতলের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলি গাড়ি। তার মধ্যে ৪-৫টি গাড়ি ভগ্নাবশেষের নীচে চাপা পড়ে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও, ক্ষতিগ্রস্ত ৪-৫টি গাড়ি। দমকল ও পুলিশ পৌঁছে ভবনটি খতিয়ে দেখছে। তিনতলা বহুতলটি অনেক পুরনো বলে জানা গিয়েছে। বাড়ির মালিকের খোঁজ চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দিল্লি জল বোর্ডের আধিকারিকদের উদ্দেশে কু-শব্দ বিজেপি সাংসদের! রাগের কারণও জানালেন পরভেশ বর্মা

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ছট পুজোর জন্য যমুনা নদীর ঘাট পরিদর্শন করতে গিয়ে দিল্লি জল বোর্ডের আধিকারিকদের উদ্দেশে কু-শব্দ ব্যবহার করলেন বিজেপি সাংসদ পরভেশ বর্মা। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, দিল্লি জল বোর্ডের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে অনভিপ্রেত শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি।নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরভেশ বর্মা বলেছেন, আমি বারবার তাদের যমুনা নদীতে রাসায়নিক না ফেলতে বলেছি। এ ব্যাপারে আধিকারিকরা আমার কথা শুনলে কী আমি রাগ করতাম? দিল্লির জনগণের স্বার্থে যদি আমাকে এভাবে কথা বলতে হয়, তাহলে আমার কোনও সমস্যা নেই, এটা ঠিক।

বিজেপি সাংসদ পি বর্মা আরও বলেছেন, আজ যমুনার কাছে ছট ঘাট পরিদর্শন করার সময়, আমরা সেখানে বিষাক্ত রাসায়নিকযুক্ত পাত্র পেয়েছি। এই রাসায়নিক নদীতে ফেলা হবে। সেখানে উপস্থিত আধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মানুষের ক্ষতির জন্য কে দায়ী হবে!

এক দেশ, এক পুলিশ উর্দি; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর জন্য একই রকম উর্দির সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিভিন্ন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি বলেন, "সম্ভব হলে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে 'এক দেশ, এক পুলিশ উর্দি' নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্যোগে হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে বিভিন্ন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যার নাম দিয়েছে 'চিন্তন শিবির'। সেই শিবিরে আমন্ত্রিতদের সামনে ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার বলেন, "আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি এখন একটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ অপরাধ আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে।" সীমান্তপার থেকে আসা সন্ত্রাস এবং অপরাধচক্রের প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে, মোদী রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর দেন।

আরেক নক্ষত্রপতন, চলে গেলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নীলপবন বরুয়া শোকাহত রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সনোয়াল সহ বহুজন

শনিবার রাজ্য মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

গুয়াহাটি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে আরেক নক্ষত্রের পতন হয়েছে। গতকাল অসমিয়া ছায়াছবির উজ্জ্বল নক্ষত্র নিপন গোস্বামীর জীবনাবসান ঘটেছিল। অসমবাসী সেই শোক কেটে উঠতে পারেননি। আজ আরও এক নক্ষত্রের প্রয়াণ ঘটেছে। তিনি কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী নীলপবন বরুয়া। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার বিকাল ৩.১৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রথিতযশা চিত্রী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

বিশিষ্ট চিত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সহ রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়ক, সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল শনিবার রাজ্য মর্যাদায় কিংবদন্তি চিত্রশিল্পীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। ২২ সেপ্টেম্বর জ্বরের উপসর্গের উপসম না হওয়ায় এবং স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে বিশিষ্ট চিত্রীকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ ভরতি করা হয়েছিল। যথারীতি তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টজনিত কারণে ক্রমশ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। রাখা লাইফসাপোর্টে রাখা হয়। অবশেষে আজ বিকালে মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়েছেন চিত্রশিল্পী নীলপবন বরুয়া। বিশিষ্ট চিত্রী প্রয়াত হয়েছেন, এই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নীলপবন বরুয়ার পেইন্টিংগুলি বিমূর্ত। ওই সব পেইন্টিং মূর্ত ধারণা প্রকাশ করার জন্য অস্বাভাবিক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি অনেক অসমিয়া উপন্যাসের প্রচ্ছদ নকশা করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর একেকটি চিত্র যেন কথা বলে।

আপার আসামের যোরহাট জেলার টিয়কে জন্মগ্রহণ করেন নীলপবন। প্রাথমিক ও কলেজ শিক্ষার পর তিনি চলে যান পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে চিত্রকলার শিক্ষা শেষ করে নীলপবন দিল্লিতে চিত্রকলার পাঠ গ্রহণ করেন।

২০১২ সালে নবকান্ত বরুয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নীলপবন বরুয়ার ৮৭টি চিত্রকর্মের একটি সংগ্রহ স্টেট আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয়েছিল। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২১ সালে অসম সরকারের মর্যাদাপূর্ণ ''অসম সৌরভ'' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

অসমের প্রখ্যাত গায়িকা দিপালী বরঠাকুরের সাথে নীলপবনের বিয়ে হয়েছিল। সুরেলা কণ্ঠের জন্য দিপালী 'দ্য নাইটিঙ্গেল অব আসাম' নামে পরিচিত ছিলেন। মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০১৮ সালে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় শয্যাশায়ী ছিলেন দিপালী বরঠাকুর।

তিনি ছিলেন বিখ্যাত অসমিয়া লেখক বিনন্দচন্দ্র বরুয়ার ছেলে। তাঁর কবিতার বিনন্দচন্দ্র 'ধ্বনি কবি' নামে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

ছটপূজা উপলক্ষ্যে পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক উচ্ছ্বলতা

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : চড়া দ্রব্যমূল্যকে সঙ্গী করে প্রতি বছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে ছট পূজার আয়োজনে মেতেছেন শ্রদ্ধালুরা। শুক্রবার ভোর থেকে ছট পুজোর শুভারম্ভ হয়েছে। চলবে আগামী সোমবার সকাল পর্যন্ত।

সূর্যদেবকে উপাসনার অনুপম এই উৎসব এতদঅঞ্চলের সনাতনিদের মধ্যে ব্যাপক প্রসার বিস্তার করেছে। আগে তা ভারতের অবিভক্ত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যে পালিত হত।

সাম্প্রতিককালে এই পূজা দেশের প্রতিটি প্রান্তে উৎসব হিসাবে পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়।

পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি শান্তি ব্যাধি তথা বিবিধ মনোবাঞ্ছা পূরণের লক্ষ্যে এই পূজা পালন করা হয়। শাস্ত্র মতে ছট পূজায় কোনও মূর্তির উপাসনা করা হয় না। শুধুমাত্র অস্তমিত ও উদীয়মান সূর্যকে সামনে রেখে পূজা করা হয়। কিন্তু কোথাও কোথাও নদী বা জলাশয়ের ঘাট-লাগোয়া স্থানে সূর্যদেব ষষ্ঠী সহ ঊষা ও প্রত্যুষার পটে অঁকা প্রতিচ্ছবি রাখতেও দেখা যায়। এই পূজা পালনে কঠিন নিয়মও রয়েছে।

ছটপূজা উপলক্ষ্যে পাথারকান্দির সলগই, বৈঠাখাল, ডেঙ্গারবন্দ, হাতিখিরা, লোয়াইরপোয়া, শিবেরগুল, ইচাবিল, চান্দখিরা, লঙ্গাই, আদমটিলা, ভুবরিঘাট, চাম্পাবাড়ি, মেদলি, পাথিনি, কাঁঠালতলি, কলকলিঘাট, চুড়াইবাড়ি, বাজারিছড়া প্রভৃতি অঞ্চলের নদী কিংবা জলাশয়ের তীরে সাজ সাজ রব দেখা দিয়েছে। আগামী রবিবার ঘাটে ঘাটে সূর্যাস্তের আগে ভক্তরা কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যদেবের উপাসনা করবেন। পরেরদিন সোমবার প্রত্যুষে অনুরূপভাবে পূজা নিবেদনের পর ছট পূজার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এদিকে পুজোয় যাতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে পাথারকান্দি ও বাজারিছড়া পুলিশ শুরু থেকেই তৎপর রয়েছে।

সমস্ত রাজ্য একত্রিত না হওয়া অবধি সন্ত্রাস ও অনুপ্রবেশ-সহ নানা অপরাধ মোকাবিলা করা অসম্ভব : অমিত শাহ

সুরজকুন্ড, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : সন্ত্রাস, মাদক চোরাচালান, অর্থ পাচার ও অনুপ্রবেশ-সহ নানা ধরনের অপরাধ রুখতে সমস্ত রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর মতে, সমস্ত রাজ্য একত্রিত না হওয়া অবধি সন্ত্রাস ও অনুপ্রবেশ-সহ নানা ধরনের অপরাধের মোকাবিলা করা অসম্ভব। শুক্রবার হরিয়ানার সুরজকুন্ড-এ আয়োজিত রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের ''''চিন্তন শিবির''''-এ অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই শিবিরে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন বলেছেন, সন্ত্রাস, মাদক চোরাচালান, অর্থ পাচার, অনুপ্রবেশের মতো অনেক ধরনের অপরাধ ঘটছে সীমান্তের ওপার থেকে; অস্ত্র ও মাদক পাচারে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, যতক্ষণ না এই সমস্ত বিষয়ে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির থেকে সমান সাড়া পাওয়া যায় এবং যদি সমস্ত রাজ্য এ সবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একত্র না হয় ততক্ষণ এই অপরাধ মোকাবেলা করা অসম্ভব।'

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই ''''চিন্তন শিবির''''। ওই দিন এই সভার পৌরহিত্য করেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, এই দুই দিনে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী, উপ-রাজ্যপাল এবং রাজ্যপালদের সঙ্গে দেশের আইনশৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুম্বইয়ের কুরলায় গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বইয়ের কুরলা এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি গোডাউনে। শুক্রবার ভোর ৪.০৩ মিনিট নাগাদ কুরলার এলবিএস মার্গে গুলাব গুল্লিতে অবস্থিত একটি কাপড়ের গোডাউনে লেভেল-২ পর্যায়ের আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৮টি ইঞ্জিন। দমকল পৌঁছনোর আগেই গোডাউনে একটি অংশ আগুনের গ্রাসে চলে যায়।

আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় প্রথমে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। পরে দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে, আগুনের লেলিহান শিখায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক তার, ইনস্টলেশন, প্লাইউড এবং গোডাউনের ভিতরে থাকা অন্যান্য সামগ্রী আগুনে পুড়ে গিয়েছে।

কাজের সন্ধান

ওপেন র‍্যালীর মাধ্যমে স্পোর্টস কোটায় এসএসবি-তে ৩৯৯ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি-তে পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ্ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত বের করার পর তা পূরণ করে ডাকযোগে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছুনোর শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর। র‍্যালী, স্কিল টেস্টের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কনস্টেবল (জিডি) স্পোর্টস কোটায় ৩৯৯ জন কনস্টেবল নেবে সশস্ত্র সীমাবলে। এগুলি গ্রুপ-সি কম্ব্যাটাইজড নন-গেজেটেড (নন-মিনিস্টেরিয়াল) পদ। মূল মাইনে লেভেল থ্রি অনুযায়ী ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা, সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা। নিয়োগ বা বদলি হতে পারে দেশে বা দেশের বাইরে যে-কোনও জায়গায়। এই চাকরি পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্যই।

মাধ্যমিক পাশের পর সংশ্লিষ্ট স্পোর্টস ইভেন্টে দক্ষ ক্রীড়াবিদ্ হিসেবে যাঁদের কাছে সার্টিফিকেট আছে তাঁরা ০২-১১-২০২২ তারিখে ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে বয়স ও নিচের মতো শারীরিক মান থাকলে আবেদন করতে পারেন। শারীরিক মান দরকার লম্বা অন্তত ১৬৭.৫ সেমি (পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের ১৬৫ সেমি, উপজাতি শ্রেণির জন্য ১৬২.৫ সেমি), বুকের ছাতি স্বাভাবিক অবস্থায় ৭৮ সেমি, ফুলিয়ে ৮৩ সেমি (উপজাতিদের জন্য যথাক্রমে ৭৬-৮১ সেমি)। ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া ৬/৬ ও ৬/৯ মানের। ভাঙ্গা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা চাউনি ইত্যাদি ত্রুটি থাকলে এই চাকরিতে আবেদন করা যাবে না। সুস্থ-সবল ও মানসিক দৃঢ়তা থাকাটা এই চাকরির পক্ষে আবশ্যক। সংরক্ষিত পদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় রয়েছে। যেমন, ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ২৬ বছর এবং এসসি বা এসটি-র ক্ষেত্রে ২৮ বছর।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে বের করা নির্দিষ্ট দরখাস্ত পূরণ করে। ডাকযোগে নির্দিষ্ট ঠিকানায় এমনভাবে পাঠাতে হবে, তা যেন পৌছুয় ৯ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর। দরখাস্তের সঙ্গে সমস্ত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল জুড়ে পাঠাবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন পোস্টাল অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। পোস্টাল অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট কার অনুকূলে হবে, তা পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত ফিল-আপের আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন।

পরীক্ষায় এবং পরে ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত বের করা, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

জাতীয় স্তরে ক্রীড়া বিষয়ে পদক জয়ের সার্টিফিকেট না থাকলেও অংশগ্রহণ করেছেন এমন প্রশংসাপত্র থাকলেও আবেদন করতে পারবেন, তবে জাতীয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থীবাছাই হবে কাগজপত্র পরীক্ষা, তারপর শারীরিক মান যাচাই, সফল হলে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট, সফল হলে লিখিত পরীক্ষা ও সবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। পিইটিতে থাকবে: ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৪ মিনিটে ৪.৮ কিমি দৌড়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ মিনিটে ২.৪ কিমি দৌড়। এতে সফল হলে, সব শেষে বিশেষ ডাক্তারি পরীক্ষা করে মেরিট লিস্ট অনুসারে চাকরিতে ডাকা হবে। পরীক্ষার স্থান-কাল পরে অ্যাডমিট কার্ডে জানানো হবে। আলাদাভাবে চিঠিও পাঠানো হতে পারে। তবে, সবই জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষার ডাক পেলে সেখানে ৬-৭ দিন নিজখরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাক্তন সেনা কর্মীদের যাকিছু ছাড় বা পরীক্ষা হবে যথারীতি নিয়মানুসারে।

মোট ৩৯৯টি শূন্যপদের মধ্যে- আর্চারি শূন্যপদ ১৬টি। এর মধ্যে পুরুষ ৬টি ও মহিলা ১০টি। অ্যাথলেটিক্স শূন্যপদ ৪৬টি। এর মধ্যে পুরুষ ২৪টি ও মহিলা ২২টি। বাস্কেটবল শূন্যপদ ৭টি। এর মধ্যে পুরুষ ৩টি ও মহিলা ৪টি। বডি বিল্ডিং শূন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে পুরুষ ১০টি। বক্সিং শূন্যপদ ১৭টি। এর মধ্যে পুরুষ ১১টি ও মহিলা ৬টি। সাইক্লিং শূন্যপদ ৪টি। এর মধ্যে পুরুষ ৪টি। ইকুয়েস্ট্রিয়ান শূন্যপদ ৪টি। এর মধ্যে পুরুষ ৪টি। ফেন্সিং শূন্যপদ ১৪টি। এর মধ্যে পুরুষ ৮টি ও মহিলা ৬টি। ফুটবল শূন্যপদ ১৭টি। এর মধ্যে পুরুষ ৯টি ও মহিলা ৮টি। জিমন্যাস্টিক্স-এ শূন্যপদ ৭টি। এর মধ্যে পুরুষ ২টি ও মহিলা ৫টি। হ্যান্ডবল শূন্যপদ ১১টি। এর মধ্যে পুরুষ ৫টি ও মহিলা ৬টি। হকি শূন্যপদ ৮টি। এর মধ্যে পুরুষ ৪টি ও মহিলা ৪টি। জুডো শূন্যপদ ১৪টি। এর মধ্যে পুরুষ ৭টি ও মহিলা ৭টি। ক্যারাটে শূন্যপদ ১১টি। এর মধ্যে পুরুষ ৩টি ও মহিলা ৮টি। শুটিং শূন্যপদ ১৩টি। এর মধ্যে পুরুষ ৬টি ও মহিলা ৭টি। সেপাক টাকরু শূন্যপদ ১৫টি। এর মধ্যে পুরুষ ৭টি ও মহিলা ৮টি। সুইমিং শূন্যপদ ২৫টি। এর মধ্যে পুরুষ ১৫টি ও মহিলা ১০টি। টাইকুন্ডু শূন্যপদ ১৭টি। এর মধ্যে পুরুষ ৯টি ও মহিলা ৮টি। ভলিবল শূন্যপদ ১২টি। এর মধ্যে পুরুষ ৬টি ও মহিলা ৬টি। ওয়েট লিফটিং শূন্যপদ ১৭টি। এর মধ্যে পুরুষ ৬টি ও মহিলা ১১টি। রেসলিং শূন্যপদ ৩৩টি। এর মধ্যে পুরুষ ২১টি ও মহিলা ১২টি। উষু শূন্যপদ ২২টি। এর মধ্যে পুরুষ ১৪টি ও মহিলা ৮টি। ওয়াটার স্পোর্টসে শূন্যপদ ২১টি। এর মধ্যে পুরুষ ১১টি ও মহিলা ১০টি। ইয়াচিং শূন্যপদ ২৪টি। এর মধ্যে পুরুষ ১২টি ও মহিলা ১২টি। এভাবে সব ক'টি পদের বিশদ বিভাজন পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই ৩৪৫ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কর্পোরেট সেক্টরে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্টের অধীনে এনএফসি বা নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্সে বিশেষ করে এপ্রেন্টিস হিসেবে ৩৪৫ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এনএফসি-তে এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা, মাধ্যমিক পাশ করেছেন অথবা মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই থেকে নির্দিষ্ট কোনও ট্রেডে কোর্স করেছেন, তাঁরাই আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন এবং বিষয় ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোনও কোটা নেই, তবে শূন্যপদের ক্যাটেগরি ও বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। নিয়োগ হবে এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১/৭৩ অনুসারে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের সময়কাল ১ বছর। স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে প্রতি মাসে ৭,৭০০ টাকা থেকে ৮,০৫০ টাকা। বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনএফসি/০১/ অ্যাপ/ ২০২২, তারিখঃ অক্টোবর ২২, ২০২২।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৫ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি আবেদনের ভিত্তিতে। প্রয়োজনে ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ইন্টারভিউ বা বাছাইয়ের পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩১৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জি.এম, এম.ও (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ফায়ারম্যান (কেন্দ্রীয় প্রেস),**
শূন্যপদ ঃ ৮৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
নভেম্বর/ ডিসেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ভেল্),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক - ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা ১২ নভেম্বর, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ্‌রা অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর,
র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর (এন.আই.টি),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসসি, পিজি, পিএইচডি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, ট্রেনি (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিটেক, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমডি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর (ভার্সিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, পিএইচডি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

ডিসেম্বরে আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে দেড় হাজার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৪ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে ১৪২২ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৯-২০২২-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১৪২২-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২০৯টি, এসটি'র জন্য ১১৭টি, ওবিসি'র জন্য ৩৮৬টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ১৩৮টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫৭২টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৭৯টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। ফিনান্স বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ১ বা ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সম্ভাব্য তারিখ ৪ ডিসেম্বর জানানো হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশেই। তবে দরখাস্ত পূরণের সময় তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৭ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **জি.এম, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমে **ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রেসে **টেকনেশিয়ান, ফায়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, নভেম্বর/ ডিসেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভেল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক - ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা ১২ নভেম্বর, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এসএসবি-তে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ্‌রা অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত বের করার পর তা পূরণ করে ডাকযোগে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছুনোর শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর। র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনআইটি-তে **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসসি, পিজি, পিএইচডি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিটেক, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইএসআইসি-তে **এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমডি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান আর্মি-তে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, পিএইচডি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

কুমারঘাট ও কল্যাণপুরে নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদে ডিএসও এর বিক্ষোভ প্রদর্শন বটতলায়। ছবি নিজস্ব।

স্মার্ট প্রযুক্তিই আইনশৃঙ্খলাকে স্মার্ট করা সম্ভব করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): স্মার্ট প্রযুক্তিই আইনশৃঙ্খলাকে স্মার্ট করা সম্ভব করবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের ''চিন্তন শিবির''-এ অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'সাইবার অপরাধ হোক অথবা অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার, এ জন্য আমাদের নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। স্মার্ট প্রযুক্তি আইনশৃঙ্খলাকে স্মার্ট করা সম্ভব করবে।'

শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হরিয়ানার সুরজকুন্ডে আয়োজিত রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের ''চিন্তন শিবির''-এ অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ''চিন্তন শিবির''-এ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা দিন-রাত সব সময়ের কাজ। কিন্তু যে কোনও কাজে এটাও প্রয়োজন যে আমরা ক্রমাগত প্রক্রিয়াগুলো উন্নত করতে থাকি, আসুন তা আধুনিকায়ন করি। বিগত বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন তৈরি করেছে তাও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করেছে। সন্ত্রাস হোক, হাওয়ালা নেটওয়ার্ক হোক অথবা দুর্নীতি। দেশ এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব শক্তি দেখিয়েছে, মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'কখনও কখনও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে অনেক রাজ্যে একইসঙ্গে তদন্ত করতে হয়, অন্য দেশেও যেতে হয়, তাই এটি একটি রাজ্যের সংস্থা হোক অথবা কেন্দ্রীয় সংস্থা, প্রতিটি রাজ্যেরই দায়িত্ব। সকল সংস্থাকে একে অপরকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।'

স্বাধীন বিদেশনীতির জন্য মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুতিন, বললেন রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে

মস্কো, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): স্বাধীন বিদেশনীতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ভালডাই ডিসকাশন ক্লাব নামে মস্কোর একটি সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ভারত ও মোদীর ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় পুতিনের মুখে। ভারতের একটি পরাধীন রাষ্ট্র থেকে বর্তমান অবস্থায় আসা থেকে স্বাধীন বিদেশ নীতি, সব কিছুরই গুণগান করেন পুতিন। পুতিন বলেন 'মোদী দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন, তিনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। ভবিষ্যত ভারতের হাতেই রয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে এই দেশ গর্ব করতে পারে।' পুতিন আরও বলেছেন, রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ওপর ভিত্তিশীল একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের সময় নয়াদিল্লি একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছিল।

দেশে গত বছর ২২ কোটির বেশি মানুষের যক্ষ্মা পরীক্ষা করা হয়েছে, রোগী বেড়েছে ১৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত এক বছরে দেশে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ১৮ শতাংশ বেড়েছে। এই প্রতিবেদনে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক শুক্রবার বলেছে যে, দেশে গত এক বছরে ২২ কোটিরও বেশি লোকের যক্ষ্মা পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১.৪ লক্ষেরও বেশি টিবি কেস অবহিত করা হয়েছে। জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির অধীনে, সম্প্রদায়ের মধ্যে রোগের আর কোন সংক্রমণ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য রোগীদের ঘরে ঘরে স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে, গত বছর ২২ কোটি লোকের স্ক্রীনিং করা হয়েছিল।

মন্ত্রক বলেছে যে ভারতে সারা দেশে ৪৭৬০ টিরও বেশি আণবিক ডায়গনিস্টিক মেশিন রয়েছে, যা দেশের প্রতিটি জেলায় পৌঁছনোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সেন্ট্রাল টিবি বিভাগ (সিটিডি) দ্বারা কমিশন করা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গবেষণার ফলাফল প্রায় ছয় মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে এবং ডব্লিউএইচও-এর সাথে আরও ভাগ করা হবে। দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকৃত বোঝা মূল্যায়নের জন্য এই পদক্ষেপটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় জরিপ। ডব্লিউএইচও-র রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতই একমাত্র দেশ যারা ২০২১ সালে এই ধরনের একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে, যে বছরে ভারত যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ডব্লিউএইচও-র রিপোর্ট সক্রিয় টিবি রোগের বিকাশে অবদানকারী কারণ হিসাবে অপুষ্টি এবং অপুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও তুলে ধরে। এই বিষয়ে, টিবি প্রোগ্রামের পুষ্টি সহায়তা প্রকল্প - নিক্ষয় পোষণ যোজনা - দুর্বল লোকেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২০২০ এবং ২০২১ এর মধ্যে, ভারত সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফার প্রোগ্রামের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগীদের নগদ ৮৯ মিলিয়ন ডলার দেওয়া করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের সূচনা করেছিলেন, ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি সহ সম্প্রদায়ের অবদানের মাধ্যমে, টিবি চিকিতার জন্য অতিরিক্ত পুষ্টি সহায়তা প্রদানের জন্য এটি প্রথম ধরণের উদ্যোগ। এখনও পর্যন্ত ৪০,৪৯২ জন নিক্ষয় মিত্র সারা দেশে ১০,৪৫,২৬৯ জনেরও বেশি রোগীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

আগামীকাল উদ্বোধন করা হবে রাজস্থানের নাথদ্বারায় নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ৩৬৯ ফুট শিব মূর্তি

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : শনিবার উন্মোচিত হবে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু শিব মূর্তি। রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলার নাথদ্বারায় নির্মিত শিব মূর্তির উচ্চতা ৩৬৯ ফুট। যার নাম বিশ্ব স্বরূপম। সন্ত কৃপা সনাতন সংস্থার তৈরি শিবমূর্তি তৈরি করতে ছয় বছর লেগেছে। এটি বিশ্বের শীর্ষ-৫ উচ্চতম মূর্তির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

এই মূর্তিটি তৈরি করা শিল্পী নরেশ কুমার কুমাওয়াত হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, নাথদ্বারার গণেশ টেকরিতে নির্মিত এই মূর্তিটি ৫১ বিঘা পাহাড়ের ওপর নির্মিত। মূর্তিটি কংক্রিটের তৈরি, যার বাইরে পঞ্চ ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। ভগবান শিব মূর্তির মধ্যে ধ্যানের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। মূর্তির উচ্চতা এমন যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যায়। রাতেও এই মূর্তি যাতে স্পষ্ট দেখা যায় তার জন্য বিশেষ আলোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি জানান, ২০১২ সালে ৩৬৯ ফুট উঁচু এই মূর্তি তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তারপর ২৫১ ফুট পর্যন্ত করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পরে শিবের চুলে গঙ্গার জল দেওয়ার পর এর উচ্চতা ৩৬৯ ফুটে পৌঁছে যায়।

নরেশ জানান, এই মূর্তিটিতে লিফট, সিঁড়ি, হল ইত্যাদিও তৈরি করা হয়েছে। নির্মাণকালে ৩০০০ টন ইস্পাত ও লোহা, ২.৫ লাখ ঘন টন কংক্রিট ও বালি ব্যবহার করা হয়েছে। উদয়পুরের মিরাজ গ্রুপের চেয়ারম্যান মদন পালিওয়াল ''স্ট্যাচু অফ বিলিফ''-এর ধারণা করেছিলেন। শনিবার মুরারি বাপুর রাম কথা দিয়ে উদ্বোধন করা হবে।

নাকাশিপাড়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, লরি ও গাড়ির সঙ্ঘর্ষে মৃত্যু দুই শিশু-সহ পাঁচজনের

নদিয়া, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): নদিয়া জেলার নাকাশিপাড়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। একটি লরির সঙ্গে গাড়ির সঙ্ঘর্ষে দুই শিশু-সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি রায়গঞ্জ থেকে কলকাতার দিকে আসছিল। নাকাশিপাড়ার কাছে সামনে থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয় ওই গাড়িটির। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই পাঁচ আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি রায়গঞ্জ থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। নাকাশিপাড়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর টোল প্লাজার কাছে একটি লরির সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দুই শিশু-সহ ৫ জনের।

রাঙ্গালিবাজনায় রেললাইনের ধারে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

রাঙ্গালিবাজনা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার অন্তর্গত শিশুবাড়ির কাছে মুজনাই রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের ধারে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে। এদিন নাককাটি ঝোরার কাছে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ছিল শিশুবাড়ির সাপ্তাহিক হাট। নাককাটি ঝোরা সংলগ্ন রেললাইনের ধার দিয়ে হাটে যাতায়াত করেন গোপালপুর লাগোয়া প্রত্যন্ত এলাকাগুলির বাসিন্দারা। রেল সূত্রে খবর, দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। আরপিএফের হাসিমারার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুশীল কুমার মণ্ডল জানান, মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

২৬/১১ কখনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন এস জয়শঙ্কর

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলা কখনও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। শুক্রবার মুম্বইয়ের তাজ মহল প্যালেস হোটেলে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী এদিন বলেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের কোনও রকম ছাড় দেওয়া যাবে না, একসঙ্গে আমাদের এই বার্তাই দেওয়া উচিত।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, আমরা ২৬/১১ হামলার মূল চক্রান্তকারী ও অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার চেষ্টা করেছি। এই কাজ অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কাউন্টার-টেররিজম কমিটির এক্ষেত্রে একত্রিত হওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সদস্যরা এদিন হোটেল তাজমহল প্যালেসে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কাউন্টার-টেরোরিজম কমিটির বিশেষ সভার জন্য মিলিত হয়েছিলেন।

এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য, বিশেষ করে সমগ্র মানবতার জন্য একটি বড় ঝুঁকি। সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলকে জর্জরিত করতে পারে। কিন্তু, আমরা ভারতে অন্যদের তুলনায় এর গুরুত্ব বেশি বুঝি।

প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহায়ক হিসেবে প্রচার নিশ্চিত করা সময়ের প্রয়োজন : মনসুখ মাণ্ডভিয়া

বালি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহায়ক হিসেবে প্রচার নিশ্চিত করা সময়ের প্রয়োজন। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে দ্বিতীয় জি-২০ স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের বৈঠকের সমাপনীতে শুক্রবার এই বক্তব্য রাখলেন ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া। তিনি বলেছেন, চিরাচরিত ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রতিকার এবং মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবার গ্রহণযোগ্যতা প্রসারিত করতে সহযোগিতামূলক গবেষণার উপর ডিজিটাল স্বাস্থ্য কর্মশালা অন্তর্ভুক্ত করবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডভিয়া জানিয়েছেন, ভারত জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময়, সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা সরবরাহের উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্য উদ্ভাবন এবং সমাধান প্রস্তাব করার পরিকল্পনা করেছে। নিরাপদ, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসার ওপরও জোর দিয়েছে ভারত।

শেষমেশ টুইটার অধিগ্রহণ করলেন ইলন মাস্ক মালিক হতেই সিইও পরাগকে করলেন ছাঁটাই

সানফ্রান্সিসকো, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার অধিগ্রহণ করলেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। 'মাইক্রোব্লগিং সাইট' অধিগ্রহণের পরই সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটলেন মাস্ক। টুইটারের সিইও পরাগ আগরওয়াল ও সংস্থার 'চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার' নেদ সেগালকে ছাঁটাই করা হয়েছে। সানফ্রান্সিসকোয় টুইটারের সদর দফতর ছেড়েছেন পরাগ ও নেদ সেগাল। বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি টুইটার অধিগ্রহণ করছেন। ''মানবতার স্বার্থেই'' তাঁর এই পদক্ষেপ বলে বার্তা দেন মাস্ক। মাস্ক জানান, "কেন আমি টুইটার অধিগ্রহণ করলাম সে ব্যাপারে সকলকে জানাতে চাই। আরও অর্থ উপার্জনের জন্য কিনিনি। মানবতার জন্য কিনেছি। মানবতার ভবিষ্যৎ এমন হওয়া উচিত যেখানে সমস্ত পক্ষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থাকবে। সুস্থ পরিবেশে বিতর্ক হবে।" পাশাপাশি টুইটারে বিজ্ঞাপন নীতি কী হওয়া উচিত, সে নিয়েও বার্তা দিয়েছেন মাস্ক। তাঁর কথায়, বিজ্ঞাপন সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হলে, তা মানুষকে অনেক তথ্য পেতে সাহায্য করবে।

প্রতীক্ষিত লং মার্চ শুরু করলেন ইমরান খান, শুরুতেই ভারতের স্বাধীন বিদেশনীতির প্রশংসা

ইসলামাবাদ, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): বহুল প্রতীক্ষিত লং মার্চ শুরু করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ চেয়ারম্যান ইমরান। শুক্রবার অন্যান্য দলীয় কর্মীদের সঙ্গে লাহোরের লিবার্টি চক থেকে ইসলামাবাদ পর্যন্ত 'হাকিকি আজাদী লং মার্চ' শুরু করেছেন ইমরান খান। এদিন শুরুতেই ভারতের স্বাধীন বিদেশনীতির প্রশংসা করেছেন ইমরান খান।

ইমরান খান এদিন বলেছেন, এই লং মার্চ রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। লং মার্চের একমাত্র লক্ষ্য হল দেশকে মুক্ত করা, পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত করা। পাকিস্তানের পঞ্জাবে আরশাদ শরীফের নামে সাংবাদিকতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছেন ইমরান খান। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ

শিলঙে হিংসা, পথচারীদের ওপর হামলা এফকেজেজিপি-র মিছিলকারীদের, আহত কয়েকজন, ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন

শিলং, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : ফেডারেশন অফ খাসি জয়ন্তিয়া অ্যান্ড গারো পিপল (এফকেজেজিপি)-এর মিছিলে অংশগ্রহণকারী কতিপয় সদস্যের হামলা-হুজ্জতির ফলে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং শহর। এ ঘটনায় কয়েকজন অউপজাতিভুক্ত পথচারী আহত হয়েছেন। এছাড়া বেশ কয়েকটি স্কুটার-মোটর বাইক ও চার চাকার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মেঘালয়ে বেকারত্বের বিরুদ্ধে ফেডারেশন অফ খাসি জয়ন্তিয়া অ্যান্ড গারো পিপল-এর নেতা-কর্মী ও সদস্যরা মটফ্রান এলাকায় আজ শুক্রবার এক সভা করেন। সভা শেষে দুপুরের দিকে প্রায় ৩০০ নেতা-কর্মী ও সদস্য শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় মিছিল বের করেন। কিন্তু মিছিলে অংশগ্রহণকারী কতিপয় যুবক পথচারী ও স্কুটার আরোহীর ওপর বিনাপ্ররোচনায় পতাকার লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়ে উত্যক্ত করার চেষ্টা করলে আচমকা পরিস্থিতি সংহিংস হয়ে ওঠে। পুলিশকে মিছিলে অংশগ্রহণকারী হামলাবাজদের শান্ত করতে হিমশিম খেতে হয়েছে।

এদিকে এফকেজেজিপি-র মিছিল আসার খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিলঙের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা পুলিশবাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, মিছিলটি মটফ্রান থেকে শুরু হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড বহন করে স্লোগান দিয়ে সরকারকে আরও চাকরির সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান। প্রতিবাদ মিছিলটি মদন আইউরিংহেপ, ফায়ার ব্রিগেড, লাইতুমখরাহ-এ গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভকারীরা তাদের দাবি নিয়ে ফের সভা করেন। সভায় এফকেজেজিপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরবর্তীতে তারা গারোপাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় এ-রকম আরও জনসভা করবেন।

ইডি হেফাজতেই থাকতে হবে সায়গল হোসেনকে, জানাল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : আরও ৮ দিন ইডি হেফাজতেই থাকতে হবে সায়গল হোসেনকে। অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে শুক্রবার পেশ করে ইডি। তাঁকে আরও ৮ দিন নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করে ইডি। পরিবারের কয়েকজন সদস্যের মুখোমুখি বসিয়ে সায়গলকে জেরা করতে চায় ইডি। সায়গলের মা, স্ত্রী ও শ্যালককে ফের তলব করেছে ইডি।

সায়গল হোসনকে আদালতে পেশ করে ইডি-র আইনজীবী বলেন, তদন্তে নতুন তথ্য হাতে এসেছে। সায়গল হোসেনের মা-স্ত্রী ও শ্যালককে তলব করা হয়েছে। তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। তাঁরা আসেননি। ফের তাঁদের তলব করা হয়েছে। ইডি-র আইনজীবী আরও বলেন, অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ ৮ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গরু পাচারের কোটি কোটি টাকা কোথায় গেছে, আমরা তা খুঁজে বের করতে চাই। পাল্টা, সায়গল হোসেনের আইনজীবী বলেন, চাপ দিয়ে কিছু নাম বলানোর চেষ্টা করছে ইডি। যাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁদের তো কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এখানে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার কী আছে?

এরপর ইডি-র আইনজীবী বলেন, কোনও থার্ড ডিগ্রি অত্যাচার করা হচ্ছে না। প্রতিদিনের মেডিক্যাল রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়েছে। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর, সায়গল হোসেনের ৮ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 16/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2022-23
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.II, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following works:-..

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1.	36/SE-II/PWD(R&B)/2022-23.	₹56,55,008.00	₹1,13,100.00	90(ninety) Days	Up to 03.00 P.M. On 18.11.2022	At 4.00 P.M. on 18.11.2022 (If Possible)
2.	37/SE-II/PWD(R&B)/2022-23.	₹39,75,195.00	₹79,504.00	90(ninety) Days		

Notes :
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er. L. Goswaral)
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.
ICA/C-2724/2022-23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO:- 65/EE/PNIE-T/MECH.DIVN/AGT/2022-23 **Dated : 20/10/2022**

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturers / authorized sales and service dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Tripura for the following work:

Name of work:	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Bid Fee (Rs.)	Last date & time for online Bidding
Providing, Installation and Commissioning of Split type Air Conditioning Machines and Water Coolers at State Guest House by replacing old one	16,97,330.00	33,947.00	1,000.00	05/11/2022 upto3:00 PM
Providing, Installation and Commissioning of Split Type Air Conditioning System in different location Pass Counter, Room No : 6114 GA & SA Department, Room No : 6101 SPO/GA/SA/DDO, Room No : 6101 SPO/GA/SA/DDO, Room No : 5109 Secretariat Store Section, Room No : 5102 Deputy Secretary, Room No : 5103 Under Secretary, Room No : 6105 Section Officer, Room No : 6104 Translation Cell, Room No : 6113 Establishment Section, Room No : 6106 Purchase Section, Room No : 6001 GA & SA Department Ground Floor, Room No : 6008 Despatch Section, Vehicle Section at Secretariat Building , Agartala	17,41,900.00	34,838.00	1,000.00	05/11/2022 upto3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

ICA/C-2728/2022-23
Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

The Tribal Welfare Department, Government of Tripura is going to conduct a Counselling Program on 31-10-2022 in the Dasarath Deb Memorial Hall, Suparibagan, Agartala in connection with Free Job Oriented Coaching - 2022-23 and JEE/NEET-2022-23.

Sl. No.	Name of Scheme	Reporting Time
1.	JEE/NEET-2022-23	9.30 AM
2.	Free Job Oriented Coaching-2022-23	12.00 Noon

In this regard, all applicants (except PTG in case of Free Job Oriented Coaching) are hereby informed to visit the website (https://twd.tripura.gov.in) for details merit list and also attend the counselling program as per scheduled date, time and venue.

Sd/- (R. Reang)
Joint Director, TW
Govt. of Tripura.
ICA/D/1342/22

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf **of** the 'Governor of Tripura', invites **online percentage rate e-tender** for the following work:

Sl. No.	DNIeT No & PNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	24/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2022-23 & 48/EE/MNP/PWD(R&B)/ 2022-23	Upto 3.00 pm On 02/11/2022	At 4.00 pm on 10/11/2022 (If possible)
2.	25/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2022-23 & 39/EE/MNP/PWD(R&B)/ 2022-23	Upto 3.00 pm On 10/11/2022	At 4.00 pm on 10/11/2022 (Ifpossible)

Note: The bid forms and other details **including online activities should be done** in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
ICA-C-2733/22

বাড়ছে রক্ত-বিষয়ক নানা অসুখ কলকাতায় বসবে বড় মাপের সম্মেলন

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : ভারতীয়দের মধ্যে বাড়ছে রক্ত-বিষয়ক নানা অসুখ। পাঁচ শতাংশের কিছু বেশি থ্যালাসেমিয়া রোগী আছেন। কিন্তু 'সিকলসেল ডিজিজ' আগামী দিনের বিপদ হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই দেশের কয়েকটি অংশে ও কিছু শ্রেণীর ষাট শতাংশ মানুষের মধ্যে এই অসুখ দেখা দিয়েছে। এসব খতিয়ে দেখতে কলকাতায় আগামী সপ্তাহে বসবে বড় মাপের সম্মেলন।এই পরিপ্রেক্ষিতে ইস্টার্ন হেমাটোলজি গ্রুপের পরিচালনায় শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি ও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের তেষট্টিতম বার্ষিক সম্মেলন 'হেমাটোকন-২০২২'। ৩-৬ নভেম্বর বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনে হবে এটি। বিভিন্ন রক্তের রোগ ও রক্তের গঠনগত ত্রুটির বিভিন্ন অত্যাধুনিক চিকিৎসা, গবেষণা ও চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনাই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি ও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের তেষট্টিতম বার্ষিক সম্মেলনে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকরা। কটক এস সি বি মেডিক্যাল কলেজের হেমাটলজির প্রধান, ও অর্গানাইজিং চেয়ার পার্সন প্রফেসর রবীন্দ্র কুমার জেনা,কলকাতা এন আর এস মেডিক্যাল কলেজের হেমাটলজির প্রধান ও অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডাঃ তুফান কান্তি দলুই, আইএসএইচবিটি-র সম্পাদক ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য্য এবং হেমাটোকন -২০২২ এর কো চেয়ার পার্সন ডা. শান্তনু বসু সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।তাঁরা জানান, এই সব রোগের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারী স্তরে নানান পদক্ষেপ নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও ফল পাওয়া যায় নি। আমাদের দেশ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সংক্রামক, রোগ জটিল অসুখ বা জীবনশৈলিজনিত অসুখের মোকাবিলা করেছে। এইসব অসুখ নিয়ে জনসাধারণ অনেক সচেতন। কিন্তু এর বাইরেও ভারতে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, সিকলসেল অ্যানিমিয়া, হিমোফিলিয়া বা বিভিন্ন ধরণের রক্তের ক্যানসারে ভুগছেন।সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ, বংশগত কারণে, বিভিন্ন অসুখের জন্য বা শুধু অপুষ্টির কারণেই অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন। জিনগত লোহিত রক্ত কণিকার অসুখের বা 'হিমোগ্লোবিউনোপ্যাথি'র উপস্থিতিও আমাদের দেশে অনেক বেশি। থ্যালাসেমিয়ার মতো 'সিকলসেল ডিজিজ'ও দেশের বিভিন্ন অংশে বিপদ হয়ে দেখা দেচ্ছে।চার দিনের এই সম্মেলনে দেশ বিদেশের প্রবাদপ্রতীম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই বিষয়ে জ্ঞানের আদান প্রদান হবে। সমৃদ্ধ হবে এদেশের রক্ত সম্পর্কিত চিকিৎসা ব্যবস্থাও। অ্যানিমিয়া, ও সিকলসেল অ্যানিমিয়া সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্যের উন্নতিই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করা যায় একই সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া ও আন্যান্য রক্তের অসুখ এবং লিউকেমিয়া, মায়োলোমা বা লিম্ফোমার মতো বিভিন্ন রক্তের ক্যান্সারের চিকিৎসার অনেক নতুন দিক উন্মুক্ত হবে।দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় পনেরশ চিকিৎসক এই সম্মেলনে যোগদান করবেন। এঁদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন সংগঠনের চিকিৎসকরা আছেন তেমনই আছেন কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরাও। প্রবাদপ্রতীম বাইশ জন হেমাটোলজির অধ্যাপক - বিজ্ঞানীরা সম্মেলনের কর্মশালা পরিচালনা করবেন। বক্তব্য রাখবেন দেশের সাড়ে তিনশ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।কলকাতায় তেষট্টিতম হেমাটোকন-২২ এর আয়োজক ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি ও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের (আইএসএইচবিটি) পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ইস্টার্ন ইস্টার্ন হেমাটোলজি গ্রুপ। পুর্ব ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্তেও প্রতিটি নাগরিকের কাছেই রক্ত সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়াই তেষট্টি বছরের পুরান এই দেশের একমাত্র হেমাটোলজিস্টদের আঞ্চলিক সংঠনের উদ্দেশ্য।এই সংগঠন পুর্ব ভারতে সাধারণ চিকিৎসকদের মধ্যে হেমাটলজির পঠনপাঠন, গবেষণা প্রভৃতির উপরে নিয়মিতভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। চিকিৎসকরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা। আইএসএইচবিটি-র শিক্ষা শাখা 'ইন্ডিয়ান কলেজ অফ হেমাটোলজি' এগুলি দেখাশোনা করে। এছাড়াও সরকারী পর্যায়ে হেমাটোলজি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য সম্প্রতি একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়েছে।

গ্রেফতার হলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা কমল কিশোর মিশ্র

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে চলচ্চিত্র নির্মাতা কমল কিশোর মিশ্রকে গ্রেফতার করেছে আম্বোলি পুলিশ। শুক্রবার তাকে আদালতে হাজির করবে পুলিশ। বর্তমানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হিন্দি ছবি ''দেহাটি ডিস্কো''-এর প্রযোজক কমল মিশ্র।

বলিউডের প্রযোজক কমল কিশোর মিশ্র-র উপরে গুরুতর অভিযোগ এনেছে তাঁর স্ত্রী। ওই মহিলা জানিয়েছিলেন স্বামীকে অন্য মেয়ের সঙ্গে ধরে ফেলার পর তাঁর উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় মুম্বই থেকে। তার উপর খুনের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে যে কমল স্ত্রীর গায়ের উপর গাড়ি উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আম্বোলি থানার এক অফিসার জানিয়েছেন, 'ওই মহিলাই অভিযোগ জানিয়েছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে গাড়ির তলায় পিষে ফেলার চেষ্টা চালানো হয়েছিল ওই জায়গা থেকে পালিয়ে আসার জন্য।' সঙ্গে আরও জানানয়, 'গতকাল (বৃহস্পতিবার) অনেক রাতে তাঁকে গ্রফতার করা হয় খুনের চেষ্টার অভিযোগে, আটক করার বেশকিছু ঘণ্টা পর।' ৩৫ বছরের জেসমিন বরকে গাড়িতে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখেছিলেন এক মডেলের সঙ্গে। এরপরই সেই জায়গা থেকে পালাতে কিশোর চেষ্টা করেন তাঁকে গাড়ি চাপা দিতে। গোটা ঘটনায় পায়ে চোটও পান তিনি।

বীরপাড়ায় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ব্যক্তি

বীরপাড়া, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার অন্তর্গত ডিমডিমা চা বাগান এলাকায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক ব্যক্তি। তিনি পেশায় মাছ বিক্রেতা। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে।জানা গেছে, মিরজু মহম্মদ নামে ওই যুবক এদিন এথেলবাড়ি থেকে সাইকেলে করে মাছ বিক্রির উদ্দেশ্যে ডিমডিমা যাচ্ছিলেন। পথে একটি ছোটো গাড়ি মিরজুকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গাড়িটির খোঁজ চলছে। অভিযোগ, এশিয়ান হাইওয়েতে যানবাহনের বেপরোয়া গতির ফলে লাগাতার দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশের বক্তব্য, ট্রাফিক আইন রক্ষা করতে লাগাতার অভিযান চলছে।

দ্বারস্থ

● প্রথম পাতার পর

আশায় অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্ত, শিক্ষা দফতরের তরফে তেমন কোন পদক্ষেপ দেখতে না পেয়ে আজ শুক্রবার তাঁরা ফের অর্থমন্ত্রীর দ্বারস্ত হয়েছেন।

এ-বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা জানান, অর্থমন্ত্রী বলেছেন পুজোর বন্ধের কারনে তাদের ফাইল এখনোও অর্থ দফতরে আসেনি। তবে, কিছু দিনের মধ্যেই এসটিজিটি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল অর্থ দফতরে আসবে বলে তিনি আশা দিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। আগামী ২৯ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আসলেই এসটিজিটি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য নেওয়া হবে।

চাকুরী প্রত্যাশীদের বক্তব্য, আগামী ৫-৬ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করার জন্য অর্থমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন। তবে, তাঁদের সকলকে একত্রে নিয়োগ করা হবে, সে-বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হতে পারছেন না।

মারধর

● প্রথম পাতার পর

কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন বিধংসী ঝড়ে যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেসব এলাকার বিদ্যুৎ বুধবারের মধ্যে মেরামত করা সম্ভব হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে চার থেকে পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করতে পারছেনা সংশ্লিষ্ট নিগম কর্তৃপক্ষ। আর এখন যখন নিগমের কর্মীরা আক্রমণের শিকার হচ্ছে তখন দপ্তরের মন্ত্রী কোনরকম প্রতিক্রিয়া নেই বলা চলে।

তামিলনাড়ুতে

● প্রথম পাতার পর

ইরানি থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেণ।

মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে ইরানি থানার পুলিশ। দীর্ঘ এক বছর পর প্রায় দশ দিন পূর্বে মোবাইল টাওয়ার লোকেশন মাধ্যমে তামিলনাড়ু থেকে অভিযুক্ত জিতেন্দ্রকে নাবালিকা মেয়ে সহ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় ইরানি থানার পুলিশ। এব্যাপারে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ইরানি থানার ওসি জাহাঙ্গীর হোসেন বিস্তারিত জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

ডাঃ মানিক সাহার নিন্দা করে দাবি করেছেন যে তিনি প্রশাসন পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত বলে অভিযোগ সুদীপ বর্মনের। শ্রী বর্মণ বলেছেন, গেরুয়া দলের অধীনে দুঃশাসন ও অপশাসনের কারণে, বিজেপি নেতা ও সমর্থকরা হতাশ হয়ে দল ছাড়ছেন। ইতিমধ্যে, ২৫ খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে ১৮ টি পরিবারের প্রায় ১১৭ ভোটারও প্রদ্যুত ভট্টাচার্যের সাথে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও ৩৪টি রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৫ জন অন্যান্য কর্মকর্তাও শুক্রবার বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া শত বছরেও স্বাধীন করা সম্ভব হত না বাংলাদেশকে : মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া শত বছরেও স্বাধীন করা সম্ভব হত না বাংলাদেশকে। এমনই অভিমত পোষণ করেছেন বাংলাদেশের পটুয়াখালীর পৌরসভার মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ। তাঁর মতে, ভারতের বীর সৈনিকরা সরাসরি পাকিস্তানের বাহিনীর বিরুদ্ধে আকাশ, নৌ ও স্থল পথে লড়াই না করলে শত বছরেও হানাদারদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হত না। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন পটুয়াখালীর পৌরসভার মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ।বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদানের প্রকৃত ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরতে বিভিন্ন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দুর্লভ কিছু চিত্রকলা ও ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে। এ সবের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আঙ্গুল উঁচিয়ে ভাষণ দেওয়ার ভাস্কর্য, সুবিশাল পাক হানাদাদের আত্মসমর্পণের চিত্রকলা প্রভৃতি।

কেন এই দুর্লভ ভাস্কর্য ও চিত্রকলা স্থাপন করা হয়েছে, এ বিষয়ে হিন্দুস্থান সমাচার-এর প্রশ্নে মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'বাংলাদেশে সৃষ্টির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর থেকে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত চক্র ধর্ম প্রচারের নামে স্বাধীনতা ইতিহাস মুছে ফেলার জন্য নানা অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল। সর্বশেষ জামাতে ইসলামী স্বাধীনতা বিরোধী চক্র দেশে-বিদেশে বসে ইউটিউব-সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদানের কথা মুছে ফেলার জন্য মিথ্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। ইউটিউবে এমনও প্রচার করা হচ্ছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা যখন বাংলাদেশকে প্রায় স্বাধীন করে ফেলছিল তখন ভারতীয় বাহিনী মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অথচ বাস্তবতা এটাই যে ভারতের বীর সৈনিকরা সরাসরি পাকিস্তানের বাহিনীর বিরুদ্ধে আকাশ, নৌ ও স্থল পথে লড়াই না করলে শত বছরেও হানাদারদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হত না।' মহিউদ্দিন আহমেদ আরও বলেছেন, 'নানা অপপ্রচারের মাঝেও, নতুন প্রজন্ম যাতে ইতিহাসের সত্যিটা একটু জানার চেষ্টা করেন সেই জন্যই এই ভাস্কর্য ও চিত্রকলা স্থাপন করা হয়েছে।'

ভাস্কর্য ও চিত্রকলাগুলির কোনও নামকরণ করা হয়েছে কী-না জানতে চাইলে মেয়র বলেন, 'জেলা প্রশাসক ভবনের সামনে চৌরাস্তার মোড়টাকে 'স্বাধীনতা স্কোয়ার' নাম দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। বাকি দু''টি স্মৃতিসৌধের নাম এখনও ঠিক করা হয়নি। তবে নামকরণের বিষয় অনেকটা জেলা পরিষদের অনুমোদনের উপর নির্ভর করছে।'নামকরণের বিষয়ে জানতে চাইলে পটুয়াখালীর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আইনজীবী মো. হাফিজুর রহমান বলেন, 'মেয়র খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন।

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠের ফুটবল সিন্থেটিক টার্ফ, মোহনপুরের তুলাকোনায় ফুটবল সিন্থেটিক টার্ফ এবং বিলোনীয়ার স্কুল মাঠের ফুটবল সিন্থেটিক টার্ফ। প্রতিটির জন্য ৫ কোটি টাকা করে ব্যয় করা হবে এবং সেগুলি তৈরীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানান, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি দিয়েছে। এই অর্থ দিয়ে দশরথ দেব স্টেডিয়ামে একটি হকির সিন্থেটিক টার্ফ, জম্পুইজলায় সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ এবং পানিসাগরে অ্যাথলেটিক্সের জন্য সিন্থেটিক টার্ফ তৈরী করা হবে।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০০ জন জুনিয়র শারীরশিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি জানান, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের মধ্যে নেশার বিরুদ্ধে জাগরণের উদ্দেশ্যে আগামী মাস থেকে ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী এক অভিযান চালানো হবে। রাজ্যের প্রতিটি মহকুমাতেই এই বিষয়ে পথ নাটক এবং নেশার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানো হবে।

তিনি আরও জানান, ডোনার মন্ত্রকের আওতায় পিএম ডিভাইন প্রকল্পে রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ২০০ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্পে বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেডিয়ামটির উন্নতিকরণ, আগরতলার ভোলাগিরিস্থিত মাঠটিকে মিনি স্টেডিয়াম করার এবং ভগৎ সিং যুব আবাসনটিকে সংস্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে ক্রীড়ামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার থানায় মামলা দায়ের করা হলে রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। সম্প্রতি তিনটি ধর্ষণের ঘটনায় অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য।

দেশের পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইস্পাত শিল্প : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): দেশের পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইস্পাত শিল্প। গুজরাটের সুরাটে নিপ্পন স্টিলের হাজিরা প্ল্যান্ট সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিকেলে ভার্চুয়ালি ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী এদিন বলেছেন, আমরা যখন একটি উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ইস্পাত শিল্প দেশের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় ইস্পাত শিল্প এখন বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, ভারতে অপরিশোধিত স্টিলের উৎপাদন দ্বিগুণ করা আমাদের লক্ষ্য। সরকার আগামী বছরগুলিতে ৩০০ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলের মাধ্যমে উৎপাদনের সার্কুলার উপায় প্রচার করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এর আগে আমরা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির জন্য উচ্চমানের ইস্পাত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। বর্তমানে ইস্পাত শিল্প আত্মনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আইএনএস বিক্রান্ত মেক ইন ইন্ডিয়ার দিকে এই পরিবর্তনের একটি উদাহরণ।

সোমবার পার্থকে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স)। এ বার সশরীরেই আদালতে হাজির করাতে হবে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এসএসসি সংক্রান্ত সিবিআইয়ের মামলায় সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে তাঁকে আদালতে হাজির করাতে হবে বলে জানিয়ে দিল কোর্ট।যদিও সোমবার তাঁর বিরুদ্ধে এসএসসি সংক্রান্ত ইডি মামলাটিরও শুনানি রয়েছে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। সেখানে ভার্চুয়াল মাধ্যমেই উপস্থিত থাকার কথা পার্থের।শুক্রবার পার্থবাবুর বিরুদ্ধে সিবিআই মামলাটির শুনানি ছিল আলিপুরের সিবিআই আদালতে। সেখানে তাঁর হাজিরা সংক্রান্ত কিছু জটিলতা দেখা দেওয়ার পরই তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দেয় বিশেষ সিবিআই আদালত। সূত্রের খবর, এই আদালতে তাঁকে সশরীরে হাজির করানোর নির্দেশ ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁকে ভার্চুয়াল শুনানিতে হাজির করানোর আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদনের চিঠি এসে পৌঁছয় শুক্রবার। জটিলতার সূত্রপাত তা থেকেই।সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের এই আদালতে ভার্চুয়াল শুনানির লিঙ্ক কাজ করছিল না। ফলে তাঁকে ভার্চুয়াল শুনানিতে হাজির করানো যায়নি। আবার তাঁকে আদালতে আনাও হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আইনজীবীরা আদালতে আবেদন করেন, ভার্চুয়াল বা সশরীরে হাজিরা ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে আটক করে রাখা যায় না।পার্থবাবু আদালতে উপস্থিত না থাকলে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না জেনে তাঁর আইনজীবীরাও আদালতকে বলতে শুরু করেন, তাঁর শুনানি শুক্রবারই হোক। তাঁরা পার্থবাবুর জামিনের জন্য আবেদনও করেন।কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যুক্তি খাটেনি। সব দিক বিচার বিবেচনা করে আদালত জানিয়ে দেয়, একই মামলায় দু'দিন শুনানি করা সম্ভব নয়। সোমবার অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর পার্থবাবু-সহ এসএসসি-র সিবিআই মামলায় অভিযুক্ত সকলকে সশরীরে হাজির করাতে হবে আদালতে। উল্লেখ্য, এসএসসি মামলায় গ্রেফতারির পর প্রথম দিকে পার্থবাবুকে সশরীরে আদালতে তোলা হলেও সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর অধিকাংশ শুনানিই হয়েছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। প্রথম দিকে তিনি নিজেও জেল থেকে বেরিয়ে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে চেয়েছিলেন। পরে যদিও তাঁর আইনজীবীদের সেই আবেদন করতে দেখা যায়নি। কিন্তু শুক্রবার পার্থবাবুর ভার্চুয়াল শুনানি নিয়ে আচমকাই জটিলতা দেখা যায়। ফলে মামলাটি পিছিয়ে যায় এবং আদালত প্রাক্তন মন্ত্রীকে সশরীরে উপস্থিত করানোর নির্দেশ দেন বিচারক।

কাটমানি নিয়ে মুখ খোলায় ওসিকে শোকজ, কারণ ব্যখ্যা কুণালের

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : কাটমানি নিয়ে মুখ খোলায় বড়ঞা থানার ওসিকে শোকজ করেছেন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কে শবরী রাজকুমার। 'প্রকাশ্যে কেন এই ধরনের মন্তব্য?', বড়ঞার ওসি সন্দীপ সেনের জবাব তলব এসপি-র। এ নিয়ে বিতর্ক উঠলেও সিদ্ধান্তের সমর্থন করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই কালীপুজো উপলক্ষে এলাকার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাজের বড়ঞা থানার ওসি সন্দীপ সেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই এলাকার বেহাল রাস্তা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কাটমানি-অভিযোগে সরব হন ওসি। কাটমানি ভাগাভাগি করে নিতে গিয়েই সাধারণ মানুষের কাজে পর্যাপ্ত টাকা ব্যবহার হচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলেন ওসি সন্দীপ সেন।ওসির এই মন্তব্যের ভিত্তিও ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। পুলিশ আধিকারিকের এহেন মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কে শবরী রাজকুমার জানিয়েছিলেন, বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পদক্ষেপ করলেন পুলিশ সুপার। শোকজ করা হয়েছে বড়ঞা থানার ওসি সন্দীপ সেনকে। ওসি ইতিমধ্যেই শোকজের জবাব দিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে এখনও প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি।এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ ওসির মন্তব্য সমর্থন করে শুক্রবার বলেন, 'রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল মনে করে, বরাদ্দ হওয়া টাকার ১০০ শতাংশই উন্নয়নের কাজে ব্যবহার হওয়া উচিত। তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা-ই মনে করে। বরাদ্দ টাকা সার্বিক ভাবেই উন্নয়নের কাজে ব্যবহার হওয়া উচিত। ওসি যা বলেছেন, তা মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারেরই কথা। তবে এসপি প্রশাসনিকভাবে সঠিক ব্যবস্থাই নিয়েছেন।'

বিজেপি নেতাকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় ধৃত ২, দেখতে গেলেন সুকান্ত

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : ঝড়খালিতে বিজেপি নেতাকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় জারি পুলিশি ধরপাকড়। এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ। ধৃতরা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত।এই ঘটনার পরই ঝড়খালি কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুই মূল অভিযুক্ত বিধান বাইন ও দিলীপ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ। এখনও বাকিদের খোঁজে চলছে জোর তল্লাশি।শুক্রবার বিজেপি-র তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাসন্তী বিধানসভার ঝড়খালি বাজারে চার নম্বর মন্ডলের সহ-সভাপতি অমল মন্ডল ও প্রভাস একবর নামে দুই বিজেপি নেতার উপর তৃণমূলের গুন্ডা আক্রমণ করে গুরুতর আহত করে। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুধুমাত্র বিধানসভা ভোটে বিজেপির হয়ে কাজ করার কারণে ওনাকে বাড়ি ছাড়া থাকতে হয় এবং বাড়ি ফিরে এলে শাসকদল নৃশংস ভাবে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে। দুইজনের নামে এফআইআর করা হলেও একজনকেও পুলিশ ধরতে পারেনি। আক্রান্তের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার।আহত ওই বিজেপি নেতাকে দেখতে বৃহস্পতিবার হাসপাতালে যান অগ্নিমিত্রা পল। শুক্রবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও জখম বিজেপি নেতা এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের শাসকদলের কর্মী সমর্থকদের ভয়ে দীর্ঘদিন ঘরছাড়া ছিলেন জখম বিজেপি নেতা। পুলিশের আশ্বাস পর এলাকায় ফিরেছিলেন। আর তারপরই তাঁকে মারধর করা হয়। বিজেপি নেতার পরিবারের লোকজনদেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি ফিরলেই তাঁদের উপর হামলা চালানোর সম্ভাবনা ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। তাই ভয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে পারছেন না।

আরও ঋণ নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ, তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : আরও ঋণ নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবার টুইটারে এ কথা জানিয়ে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকার ঋণের অনুরোধ উত্থাপন করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই 'ফিসকাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (এফআরবিএম) আইনের অধীনে তার ধার নেওয়ার সীমা লঙ্ঘন করেছে। এটিও উদ্বেগজনক যে বাংলার ঋণের বোঝা প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা।"রাজ্যের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে দেশের সার্বিক আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লির 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি'-র রিপোর্ট। যে রিপোর্টে মুক্তকণ্ঠে বলা হয়েছে, ২০১৫-র এপ্রিল থেকে ২০১৯-র মার্চ- টানা এই চার অর্থবর্ষে ধার কমানোর ক্ষেত্রে গোটা দেশে সেরা পারফরম্যান্স মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে ঋণ বাড়লেও তার পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের থেকে কম।তবে পুরনো বিপুল দেনার দায় তারপরও এতটাই বেশি যে প্রতি ১০ টাকা আয়ের মধ্যে ২ টাকা চলে যাচ্ছে ধারের সুদ মেটাতে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি', সংক্ষেপে এনআইপিএফপি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীনে থাকা স্বশাসিত একটি গবেষণা সংস্থা। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও তহবিলে অর্থ বরাদ্দ, কর কাঠামো, শুল্ক ব্যবস্থার মতো জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা ও সরকারের আর্থিক নীতি নির্ধারণের দিশা দেওয়াই এই সংস্থার কাজ।

াঙ্গন

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জেতাতে না পারলে অবসর নিতে হত, বলছেন অশ্বিন

সিডনি, ২৮ অক্টোবর(হি.স.) : টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ম্যাচে দেশকে জেতাতে না পারলে অবসর নিতে হত বলেই মনে করেন অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন অশ্বিন।

বিশ্বকাপে পাকিস্তান বধের নায়ক যদি বিরাট কোহলি হন, তাহলে অন্যতম পার্শনায়কের চরিত্রে নাম থাকবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। ম্যাচের একেবারে শেষদিকে এক বলে যখন ২ রান দরকার ছিল, তখন যেভাবে ঠান্ডা মাথায় দলের জয় তিনি নিশ্চিত করেছেন, সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নেটদুনিয়া এখনও হিমশীতল মানসিকতার জন্য অশ্বিনকে কুর্নিশ জানাচ্ছে। কিন্তু অশ্বিন বলছেন, ওই শেষ বলটি খেলার আগে চাপে ছিলেন তিনিও।

এমনকী ভারতকে জেতাতে না পারলে যে তাঁর কেরিয়ার শেষ হয়ে যেত, সেটাও বলে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার। বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অশ্বিন জানিয়েছেন, সেদিন যদি তিনি ভারতকে জেতাতে না পারতেন, তাহলে হয়তো তাঁকে অবসর ঘোষণা করে দিতে হত। নাহলে তাঁর বাড়িতে ইট-পাটকেল ছুঁড়তেন সমর্থকরা। পুরোটাই অবশ্য অশ্বিন বলেছেন মজার ছলে। ওই সাক্ষাৎকারে টিম ইন্ডিয়ার তারকা বলেন, ''আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, নওয়াজের ওই বলটি ওয়াইড না হয়ে যদি আপনার প্যাডে লাগত, তাহলে আপনি কী করতেন। আমি তাঁকে বলেছি, তাহলে আমি সোজা দৌড়ে ড্রেসিং রুমে চলে যেতাম। নিজের ফোনটা হাতে নিতাম। আর টুইটারে লিখতাম, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এতো ভাল সময় উপহার দেওয়ার জন্য। আমার ক্রিকেট কেরিয়ারে দারুণ সময় কাটালাম। ধন্যবাদ।''

এত গেল ম্যাচ জেতাতে না পারলে কী হত সে প্রশ্নের জবাব। ম্যাচ জেতানোর পর কী মনে হয়েছিল, সেই প্রশ্নেরও মজার উত্তর দিয়েছেন অশ্বিন। তিনি বলেছেন, "নওয়াজের বলটা যখন ওয়াইড হয়ে গেল, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। যাক আর কেউ আমার বাড়িতে ইট-পাটকেল ছুঁড়বে না।'' আসলে, অশ্বিন বরাবরই রসিক মানুষ। ভারত-পাক ম্যাচে নায়কোচিত পারফরম্যান্সের পর থেকেই নিজেকে হালকা রাখতে নানা ধরনের রসিকতা করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে অশ্বিনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং যে শুধু ভারতকে জয় এনে দিয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে নক-আউট পর্বে যাওয়ার লড়াইয়েও অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামবে ভারত। ওই ম্যাচ জিতলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়ার নক-আউট পর্বে যাওয়া।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিসিসিআইয়ের সম বেতনের সিদ্ধান্তের ঢালাও প্রশংসা করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বোর্ডের প্রশাসক হিসেবে বিসিসিআইয়েরপুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারদের সম বেতনের সিদ্ধান্তের ঢালাও প্রশংসা করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারদের সম বেতনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নাম উল্লেখ করলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট রজার বিনি, সচিব জয় শাহ, রাজীব শুক্লা-সহ অনেকের। সৌরভের মতে, এই পদক্ষেপের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। কারণ মেয়েদের ক্রিকেট অনেক কিছু দেখেছে। বর্তমানে পারফরম্যান্সই তাঁদের হয়ে কথা বলেছে। বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বর্তমান সদস্যদের নাম ধরে ধরে উল্লেখ করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মহারাজ।

বৃহস্পতিবার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। ভারতীয় ক্রিকেট থেকে বেতন-বৈষম্যকে ছুঁড়ে ফেলার কথা ঘোষণা করেন শাহ। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা যত পরিমাণে ম্যাচ ফি পান হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মান্ধানারাও এবার থেকে সমান বেতন পাবেন।

গত কয়েকবছর ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স গর্ব করার মতো। কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনাল খেলা, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জয় থেকে এশিয়া কাপ জেতার মত ঘটনা সাম্প্রতিক। এই অবস্থায় বোর্ডের সম বেতনের সিদ্ধান্তে সৌরভ লিখেছেন, "সবেমাত্র সকালের পেপারে খবরটা দেখলাম। জয়, রজার, রাজীব ভাই, আশিসজী, দেবজিৎ এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্যকে অভিনন্দন জানাই। পারফরম্যান্সই জানান দিচ্ছে মেয়েদের ক্রিকেটের উন্নতির কথা।"

বোর্ড সভাপতি থাকাকালীন সৌরভের মুখে বারবার শোনা গিয়েছে মহিলা ক্রিকেটের উন্নতির কথা। নিজে খেলোয়াড় ছিলেন। তাই বোর্ড সভাপতি পদে বসা ইস্তক ক্রিকেটারদের স্বার্থের কথা ভেবেছেন। সৌরভের আমলে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ ফি-র পরিমাণ বেড়েছিল অনেকটাই। শুধু তাই নয়, তরুণ প্রতিভাদের ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটেও পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়। এর পাশাপাশি মেয়েদের আইপিএল নিয়ে সিরিয়াস পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তৎকালীন বোর্ড সভাপতি। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরের শুরুর দিকেই দেশের মাটিতে মেয়েদের পূর্ণ আইপিএলের উদ্বোধনী সংস্করণের দামামা বাজবে।—হিন্দুস্থান সমাচার /

উমাকান্ত ময়দানে ফ্লাড লাইটের শিল্যান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর : ৪ নভেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। রাজ্যে খেলাধুলার উন্নয়নে বধ্য পরিকর রাজ্য সরকার। কেন এই উন্নয়ন আর কাদের জন্য এই উন্নয়ন তার পুরো তথ্য তুলে ধরলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আগামী চার নভেম্বর উমাকান্ত ময়দানে ফ্লাড লাইটের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠান হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়েই হবে এই শুভক্ষনের সূচনা। আগামী দুতিন মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে এই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠগুলোতে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট। রাজ্য সরকার ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি এই মাঠ তৈরি করে চলেছে। নভেম্বর মাসে প্রতিটি মাঠেরই আত্মপ্রকাশ হবে বলে জানালেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মাঠ গুলো হল উমাকান্ত স্টেডিয়াম সহ জিরানিয়া, মোহনপুর এবং বিলোনিয়াতে। একই সঙ্গে তিনি জানালেন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের রিজার্ভেশন দেবার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত ফাইল প্রসেসিং চলছে।

অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রিপুরাতেও খেলোয়াড়দের সরকারি চাকরির জন্য একটা নির্দিষ্ট রিজার্ভেশন থাকবে বলে আশাবাদী মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

ব্যাঙ্গালুরুতে হিমাচল ম্যাচের আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শনিবার অন্নপূর্ণাদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। জোড় কদমে চলছে প্রস্তুতি। আজ শেষ প্রস্তুতি সেরে নেবেন অননপূর্ণা-রা। হিমাচল প্রদেশ ম্যাচের আগে। শুক্রবার সকালে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে জোড় কদমেই শুরু করলেন প্রস্তুতি ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ৩০ অক্টোবর প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ। জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ব্যাঙ্গালুরুর চিন্না স্বামী স্টেডিয়ামে ওইদিন বিকেল সাড়ে ৪ টায় শুরু হবে দিবা-রাত্রী ম্যাচটি। প্রসঙ্গত: গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান দখল করে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে মেয়েরা। এবারই প্রথম মহিলা ক্রিকেটের মূল পর্বে ত্রিপুরা। স্বভাবতই রাজ্যদলের ক্রিকেটাররা মুখিয়ে রয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেতে। আর তাই অনুশীলনে প্রতিটি ক্রিকেটারই যথেষ্ট সিরিয়াস। এদিন প্রায় আড়াই ঘন্টা অনুশীলন করেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং অনুশীলন সেরে নেন ঋজু সাহা-রা। অনুশীলন শেষে ত্রিপুরা দলের কোচ শ্রাবণী দেবনাথ টেলিফোনে বলেন,'মেয়েরা মুখিয়ে রয়েছে হিমাচলের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে। এবং হিমাচল বধ করে দলকে শেষ আটে নিয়ে যেতে। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন দলের প্রতিটি ক্রিকেটারই। দলের প্রতিটি ক্রিকেটার ফিট। এখন লক্ষ্য একটাই, হিমাচল বধ করা'। চিন্না স্বামীর উইকেট কেমন তা জানেন না ত্রিপুরার কোচ। কারন মাঠে ঢোকার অনুমতি নেই ম্যাচের আগে। তবে যতটুকু খবর, হিমাচল দলের দেশের হয়ে খেলা দুজন ক্রিকেটার রয়েছেন: হরলীন দেওয়াস এবং সুশ্মা বর্মা। ফলে লড়াই যে কঠিন তা ভালো করেই জানেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা।

বিজয় হাজারে ট্রফি শিবিরে ৩০ ক্রিকেটার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। সৈয়দ মুস্তাক আলী টুর্নামেন্ট এর পর এবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবে রাজ্যদল। টুর্নামেন্ট এ অংশগ্রহণ করার পূর্বে ৩০ জন সিনিয়র ক্রিকেটারদের ক্যাম্পে ডাকলো রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। ক্রিকেটাররা হলেন ঋদ্ধিমান সাহা, বিক্রম কুমার দাস, সুদীপ চ্যাটার্জি, দীপক ক্ষত্রি, শুভম ঘোষ, রজত দে, মনিসংকর মুরাসিং, বিশাল ঘোষ, রানা দত্ত, অজয় সরকার, চিরঞ্জিত পাল, অভিজিৎ সরকার, নিরুপম সেন চৌধুরী, জয়দীপ ভট্টাচার্য, অভিজিৎ চক্রবর্তী, সঞ্জয় মজুমদার, কুশল আচার্য, উদিয়ান বোস, সম্রাট সূত্রধর, সম্রাট সিনহা, কৃতিদীপ্ত দাস, অনিরুদ্ধ সাহা, সুভাষ চক্রবর্তি, তুষার সাহা, পারভেজ সুলতান, দেবপ্রসাদ সিনহা ,অমিত আলী। ডাক পাওয়া ক্রিকেটারদের ৩১ অক্টোবর সকাল ১১ টার মধ্যে এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে টি সি এ-র তরফে। এরপর এই ৩০ জন থেকেই চূড়ান্ত দল বাছাই হবে।

জুডো দিবসে সম্বর্ধিত ছয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। তুলে দেওয়া হলো সংশাপত্র। ৬ জুডোকারের হাতে। বিশ্ব জুডো দিবসে। শুক্রবার। বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারে। এদিন ঘটা করেই বিশ্ব জুডো দিবস পালন করা হয় সেন্টারে। উপস্থিত ছিলেন কোচ সহ জুডোকাররা। শুরুতেই জুডোর রূপকারের ছবিতে পুষ্পস্তবক দেওয়া হয়। জুডো দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। শেষে ওই সেন্টার থেকে গেলো আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সিনিয়র আসরে অংশ নেওয়া জুডোকারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সংশাপত্র। জুডোকাররা হলেন লুমেতা দাস, পূজা পাল, নাজমা আক্তার, সুমন দেবনাথ, মৃণাল ভৌমিক এবং কৌশিক বল।

অনূর্ধ-১৯ প্রস্তুতি ম্যাচের ১ম দিন নজর কাড়লেন দ্বীপজয়, রাজদ্বীপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। প্রথম দিনই নজর কেড়ে নিলেন দ্বীপজয় দেব এবং রাজদীপ দত্ত। তিনদিন ব্যাপী অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি ম্যাচ শুরু হয় শুক্রবার থেকে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে শুরু হয় প্রস্তুতি ম্যাচটি। তাতে প্রথম দিনে ব্যাট হাতে দ্বীপজয় এবং বল হাতে রাজদীপ সকলের নজর কেড়ে নেন। এছাড়া অর্কজিৎ দাস, দুর্লব রায় এবং দেবরাজ দে কিছুটা হলেও নজর কেড়ে নিয়েছেন। শুক্রবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে টিম 'এ' ৬৩.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২২৬ রান করে। একমাত্র দ্বীপজয় ছাড়া দলের কোনও ব্যাটসম্যানকে উইকেটে টিকে থাকার দিকে নজর দিতে দেখা যায়নি। দ্বীপজয় ১৫১ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৮২ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে দুর্লব রায় ৬৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, অর্কজিৎ দাস ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং দেবরাজ দে ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করেন। টিম 'বি'র পক্ষে রাজদ্বীপ দত্ত (৪/২৬), দ্বীপতনু চক্রবর্তী (২/২৯) এবং অর্কদ্যোতি দেব (২/৩৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে প্রথম দিনের শেষে টিম 'বি' ১৬ ওভার ব্যাট করে কোনও উইকেট না হারিয়ে ৫৭ রান করে। প্রীতম দাস ৪৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রানে এবং আরমান হুসেন ৫৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।

ত্রিপুরা সিনিয়র দলের কোচের দায়িত্বে এবার ভাস্কর পিল্লাই!

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। পুনরায় ত্রিপুরা ক্রিকেট দলের কোচের দায়িত্ব পেতে চলেছেন ভাস্কর পিল্লাই? টি সি এ-তে কান পাতলে এমনই খবর শোনা যাচ্ছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতেই প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে নিয়েছিলেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা, ত্রিপুরার প্রাক্তন ওই কোচের সঙ্গে। শুক্রবার কথা চলছে ভাস্কর পিল্লাইয়ের সঙ্গে। জানা গেছে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে ২ নভেম্বর ত্রিপুরার কোচের দায়িত্ব নিতে রাজ্যে আসবেন কৃষান ভাস্কর পিল্লাই। এর আগে দুবছর ত্রিপুরার কোচের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর উত্তর প্রদেশ, দিল্লি এবং শেষ বছর গোয়ার কোচের দায়িত্বভার ছিলো ওনার উপর। এবার ত্রিপুরার উপর। মুখে বড় কথা নয়, তা নতুন কমিটি দায়িত্ব নিয়েও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আগের কমিটির কর্তারা কথা না বলেই বড় বড় ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে শূণ্য। এবার সেই পথে হাটতে নারাজ বর্তমান কমিটির কর্তারা। বর্তমান কমিটির লক্ষ্য একটাই, রাজ্যের ক্রিকেটকে একধাঁপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তা মাথায় রেখেই এগিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর কর্তারা। ওই কমিটিতে রয়েছেন রাজ্যের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার তিমির চন্দ। যার অভিজ্ঞতা ত্রিপুরার ক্রিকেটকে কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট প্রেমীরা। ১২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট। এবং ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে রণজি ট্রফি ক্রিকেট। ওই দুটি আসরে ত্রিপুরার কোচ হিসাবে থাকবেন ভাস্কর পিল্লাই। তবে টি সি এ সূত্রে খবর, ভাস্কর পিল্লাইকে আরও ২ বছর রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে তা এখনও চূড়ান্ত নয়। প্রসঙ্গত: ১২ নভেম্বর বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ এবং ১৩ ডিসেম্বর রণজি ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ গুজরাট।

সাব্রুমে দীনদয়াল স্মৃতি ফুটবলের ফাইনাল ৩১শে, লড়বে ব্লাডমাউথ-মনুঘাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ফাইনালে ব্লাড মাউথ এফ সি-র বিরুদ্ধে খেলবে মনুঘাট বি এম এস। ৩১ অক্টোবর হবে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটি। সাব্রুমের ৪০ মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে পন্ডিত দীনদয়াল স্মৃতি প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায়। এদিকে শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলো ব্লাডমাউথ এফ সি এবং কালা ঢেপা প্লে সেন্টার। ম্যাচের শুরু থেকেই দুদল আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রথমার্ধে কোনও দলই জাল নাড়াতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি বাড়ান ব্লাডমাউথের ফুটবলাররা। ১০ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে ব্লাডমাউথের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন রাহুল খোড়কে। খেলা পরিচালনা করেন কৌশিক ভৌমিক। এদিকে বৃহস্পতিবারের পরিত্যক্ত ম্যাচে মনুঘাট বি এম এস দলকে জয়ী ঘোষনা করলো উদ্যোক্তা-রা। ওই ম্যাচের দ্বিতায়ার্ধের ১০ মিনিটে কর্ণার পায় মনুঘাট বি এম এস। কর্ণার করা বল জটলার মধ্যে বি এম এস দলের জনৈক ফুটবলারের মাথা লেগে গোল লাইন অতিক্রম করে। রেফারি সত্যজিৎ কর্মকার গোলের সিদ্ধান্ত দেন।

কিন্তু তা মানতে নারাজ লোডিং স্পোর্টিং দলের ফুটবলাররা। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে লোডিং স্পোর্টিং দলের ফুটবলাররা মাঠ ছেড়ে দেয়। রেফারিরা দীর্ঘসময় মাঠে অপেক্ষা করে লোডিং স্পোর্টিং দলের ফুটবলারদের জন্য। কিন্তু মাঠে নামতে নারাজ লোডিং স্পোর্টিং দলের ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে রেফারিরা মাঠে ছাড়েন। লোডিং স্পোর্টস দলের পক্ষে রি ম্যাচের আবেদন করা হয়। রাতেই সভায় বসেন উদ্যোক্তারা। এবং মনুঘাটকে বিজয়ী ঘোষনা করেন। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ যথাক্রমে পাবে ২৫ এবং ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া থাকবে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

বি-ডিভিশন ফুটবল উদ্বোধন শনিবার দুটি ম্যাচে পুলিশ-স্কুল, কল্যাণ-মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। উদ্বোধনী দিনে আজ দুটি ম্যাচ। দুপুর ১টায় ত্রিপুরা পুলিস খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে এবং বিকেল ৩ টায় কল্যাণ সমিতি খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে হবে ম্যাচটি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। প্রথা ভেঙ্গে এবার নতুন করে সূচী তৈরী করা হলো। প্রথা অনুযায়ি শেষ বারের তৃতীয় ডিভিশন থেকে দ্বিতীয় ডিভিশনে ওঠা দল উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে। সেই অনুযায়ি ত্রিবেণী সঙ্ঘের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলার কথা ছিলো। জানা গেছে, লটারির মাধ্যমে ঘোষিত হয় ক্রীড়াসূচী। যা আগামীদিনেও বজায় থাকবে। এদিকে উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেতে ৪ দলই জোড় প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। আজ উদ্বোধনী ম্যাচ জমজমাট হওয়ার কথা। লড়াই হবে অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্যের। পুলিসের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফুটবলাররা তারুণ্যের গতির সামনে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারবে তার উপরই সাফল্য নির্ভর করবে। উদয়পুর, চন্দ্রপুর-এর অ্যাস্ট্রোটার্ফ, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের মাঠ উদ্বোধন - সবকিছু ছাপিয়ে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের দ্বিতীয়- ডিভিশন লিগ ফুটবলের কিছু ম্যাচ এবার হতে যাচ্ছে নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে। ২৯ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত আপাতত ছয় দিনের জন্য ১১টি ম্যাচের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লীগ কমিটি। এবারকার দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা নয়টি: পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, কল্যাণ সমিতি, মৌচাক ক্লাব, কেশব সংঘ, নাইন বুলেটস ক্লাব, ত্রিবেণী সংঘ, সবুজ সংঘ ও নবোদয় সংঘ। এদিকে ৩০ অক্টোবর বেলা একটায় কেশব সংঘ বনাম নাইন বুলেটস, বিকেল তিনটায় ত্রিবেণী সংঘ বনাম সবুজ সংঘ। ৩১ অক্টোবর বেলা ১টায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব বনাম নবোদয় সংঘ। বিকেল তিনটায় মৌচাক ক্লাব বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ১ নভেম্বর বেলা একটায় কেশব সংঘ বনাম সবুজ সংঘ, বিকেল তিনটায় নাইন বুলেটস বনাম ত্রিবেণী সংঘ। ২ নভেম্বর বেলা একটায় নবোদয় সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতি। বিকেল তিনটায় মৌচাক ক্লাব বনাম পুলিশি রিক্রিয়েশন ক্লাব। ৩ নভেম্বর বেলা ৩ টায় নাইন বুলেটস বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

পশ্চিম জেলা যোগা প্রতিযোগিতা রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। পশ্চিম জেলা যোগা প্রতিযোগিতা রবিবার। ওই দিন সকাল ১০ টায় এন এস আর সি সি-র যোগা হলঘরে হবে আসর। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পদ্মশ্রী দাপা কর্মকার এবং ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী। সদর 'এ' এবং 'বি'র পাশাপাশি মোহনপুর এবং জিরানীয়া মহকুমার খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আসর থেকে ১৪ বিভাগে ৪২ সদস্যের পশ্চিম জেলার দল গঠন করা হবে। ৫-৬ নভেম্বর এগিয়ে চলো সঙ্ঘে হবে রাজ্য আসর। রাজ্য আসরের উদ্বোধন করবেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সমাপ্তি দিনে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি এবং মেয়র দীপক মজুমদার। পশ্চিম জেলা আসরকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য জোড় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলা যোগা সংস্থার সচিব অমল ভট্টাচার্য এখবর জানিয়েছেন।

প্রথমবর্ষ ইন্ডোর রাজ্য জুনিয়র কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু শনিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। দুদিনব্যাপী রাজ্য জুনিয়র কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু আজ। এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইন্ডোর কাবাডি প্রতিযোগিতা। এন এস আর সি সি-র কাবাডি হলঘরে হবে আসর। আজ বিকেল ৫ টায় হবে আসরের উদ্বোধন। উদ্বোধন করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি অন্তরা সরকার, মেয়র দীপক মজুমদার, ক্রীড়াপর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, পুরপরিষদের কর্পোরেটর রত্না রায় এবং সমাজেসেবী সঞ্জয় সাহা। উদ্বোধনের আগেই শুরু হয়ে যাবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। জানা গেছে, ৮ জেলার প্রায় দুশতাধিক খেলোয়াড় আসরে অংশ নেবে। রবিবার বিকেলে হবে আসরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা কমিটির সচিব তনয় দাস প্রথমবর্ষ ওই আসরকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকল অংশের ক্রীড়ামোদীদের কাছে অনুরোধ করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান এবং প্রাক্তন কাবাডি খেলোয়াড়দের উপস্থিত থাকার জন্যও অনুরোধ করেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মহিলা কমিশনের সামনে মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ রাজ্যে নারী সংক্রান্ত অপরাধের প্রতিবাদে। ছবি নিজস্ব।

যখন দেশের শক্তি বাড়বে, তখন দেশের প্রতিটি নাগরিক ও পরিবার ক্ষমতায়িত হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): যখন দেশের শক্তি বাড়বে, তখন দেশের প্রতিটি নাগরিক ও প্রতিটি পরিবার ক্ষমতায়িত হবে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের ''চিন্তন শিবির''-এ বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এটাই তো সুশাসন, যার সুফল দেশের প্রতিটি রাজ্যে সমাজের অন্তিম স্তরে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছবে। এক্ষেত্রে আপনাদের সবার বড় ভূমিকা রয়েছে।' শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হরিয়ানার সুরজকুন্ডে আয়োজিত রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের ''চিন্তন শিবির''-এ অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ''চিন্তন শিবির''-এ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও উৎসবের সময় দেশের ঐক্যকে শক্তিশালী করা আপনাদের প্রস্তুতিরই প্রতিফলন। আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের দায়িত্ব, কিন্তু তা দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার সঙ্গেও যুক্ত।' প্রধানমন্ত্রীর বলেছেন, 'সুরজকুন্ডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই চিন্তন শিবির সমবায় ফেডারেলিজমের একটি চমৎকার উদাহরণ। রাজ্যগুলি একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে, একে অপরের থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে এবং দেশের উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে পারে - এটি সংবিধানের অনুভূতি এবং আমাদের নাগরিকদের প্রতি আমাদের কর্তব্য।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আগামী ২৫ বছর হবে ''অমৃত যুগ'' তৈরির জন্য। এই ''অমৃত যুগ'' তৈরি করা হবে ''পঞ্চ প্রতিজ্ঞা''-র সংকল্পগুলিকে আত্মস্থ করে - একটি উন্নত ভারতের সৃষ্টি, সমস্ত ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তি, ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব, ঐক্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নাগরিক কর্তব্য।' মোদীর সংযোজন, 'কোভিডের সময় পুলিশের সুনাম উন্নত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অভাবীকে সাহায্য করছিলেন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করছিলেন। তাদের কর্তব্যপরায়ণতার কমতি ছিল না। প্রয়োজন একটি ভাল উপলব্ধি বজায় রাখা, এ জন্য, পুলিশ বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করা, এর জন্য পরিকল্পনা করা এবং তাদের গাইড করা চালিয়ে যেতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সাইবার অপরাধ হোক অথবা অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার, এ জন্য আমাদের নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। স্মার্ট প্রযুক্তি আইনশৃঙ্খলাকে স্মার্ট করা সম্ভব করবে।'

ম্যাসাচুসেটস শহরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ ভারতীয় পড়ুয়ার, আহত ৫ জন

ম্যাসাচুসেটস, ২৮ অক্টোবর(হি.স.) : আমেরিকার পশ্চিম ম্যাসাচুসেটস শহরের রাস্তায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তিন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন। ম্যাসাচুসেটস পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছেন। কী কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে।স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৫ টা নাগাদ পশ্চিম ম্যাসাচুসেটস শহরের রাস্তায় একটি গাড়ির সঙ্গে অন্য গাড়ির সংঘর্ষে তিন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম, প্রেম কুমার রেড্ডি গোদা (২৭), পাভানি গুল্লাপল্লি (২২) এবং সাই নরসিমা পাতামসেট্টি (২২)। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন। ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।একটি গাড়ি যাচ্ছিল উত্তর দিকে, আর একটি গাড়ি ছিল দক্ষিণমুখী। গাড়িতে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, ২৩ বছরের মনোজ রেড্ডি দোন্ডা, ২২ বছরের শ্রীধর রেড্ডি চিন্তাকুন্তা, ২৩ বছরের বিজিত রেড্ডি গুম্মালা ও বছর ২২-এর হিমা ইশ্বর্য সিদ্দিরেড্ডি। তাঁদের চিকিৎসার জন্য বার্কশায়ার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেকেই ছিলেন কলেজ পড়ুয়া। ৬ জন পড়ুয়া ছিলেন নিউ হাভেন ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত ও স্যাক্রেড হার্ট ইউনিভার্সিটির এক পড়ুয়া ছিলেন। এরা প্রত্যেকে একটি গাড়িতেই ছিলেন। আর অপর গাড়িতে ছিলেন শুধুমাত্র চালক। ৪৬ বছরের আর্মান্দো বাতিস্তা ক্রুজকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ও মৃতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। ভারতীয় দূতাবাসেও জানানো হয়েছে ঘটনার কথা। মৃতদের দেহ ভারতে নিয়ে আসা হবে কি না, তা জানা যায়নি। তিনজন পড়ুয়ার এমন মর্মান্তিক পরিনতিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সহপাঠীদের মধ্যে।

মোবাইল ফোন চুরি, গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ফোনে কথা বলবে বলে মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে গেলে এক চোর। শেষ পর্যন্ত বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি পুলিশের হাতে অভিযুক্ত দুই চোরকে তুলে দিল বামুটিয়া এলাকার মানুষ। অভিযুক্ত দুই চোরকে জিজ্ঞাসা বাদ চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনায় সৃষ্টি হয় চঞ্চল্য।

মধুপুরে দূর্ঘটনায় স্কুলছাত্রী সহ গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনী বাইক ও অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত স্কুল ছাত্রীসহ চারজন। শুক্রবার দুপুর একটা টিআর০১এএন৮১৫৫ নাম্বারে একটি বাইক দ্রুত গতিতে মধুপুর থেকে কমলা সাগর যাওয়ার পথে অপরদিকে আসা টিআর০৭-৩৭৯০ নাম্বারে অটো গাড়ির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অটো এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়েন স্কুল ছাত্রীর সহ চারজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধার করে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মধুপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দেয় বাইক চালক। সংবাদ মাধ্যমে এমনটি জানান মধুপুর থানার কর্তব্যরত আধিকারিক।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পুরস্কৃত কৈলাসহর পুর পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ভারত সরকারের ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয় কৈলাসহর পুর পরিষদকে বেস্ট পারফর্মিং মিউনিসিপাল কাউন্সিল এর প্রথম স্থান অধিকারী এবং বেস্ট সিএলটিসি অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিজয়ী ঘোষণা করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ছোট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার আটটি জেলার মধ্যে অন্যতম ঊনকোটি জেলার প্রধান কার্যালয় হচ্ছে কৈলাসহর। এটি একটি সাংস্কৃতিক শহর হিসাবে খেত ২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর কৈলাসহর নগর পঞ্চায়েত থেকে কৈলাশহর পুর পরিষদ হিসাবে উন্নতি হয়। ২০২২ সাল অব্দি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরাঞ্চল প্রকল্পে মোট ৪৩১৬ জন সুবিধাবীদের মধ্যে গৃহ নির্মাণ শুরু হয়েছে ৪০৯৬ জন সুবিধাভুগির এবং ৩৫১৫ জন সুবিধাভুগির গৃহনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ভারত সরকারের ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয় কৈলাশহর পুরো পরিষদকে বেস্ট পারফর্মিং মিউনিসিপাল কাউন্সিল এর প্রথম স্থান অধিকারী এবং বেস্ট সিএলটিসি অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিজয়ী ঘোষণা করে এবং ইন্ডিয়া আর্বান হাউসিং কর্ন ক্লাব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুজরাটের রাজকোট শহরে গত ১৯ থেকে ২১ শে অক্টোবর ২০২২ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে কৈলাসহ পুরো পরিষদের চেয়ারপার্সন এবং মুখ্য কার্যনিমাহী আধিকারিক গত ১৮ অক্টোবর গুজরাটের রাজকোট শহরে যায়। ইন্ডিয়ান আরবান হাউসিং গত ১৯ অক্টোবর কেন্দ্রীয় গৃহায়ন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রী হার্দিপ সিং পুরির হাত থেকে বেস্ট পারফর্মিং মিউনিসিপাল কাউন্সিলের প্রথম স্থান অধিকারী এবং বেস্ট সিএলটিসি অ্যাওয়ার্ড এর পুরস্কার দেওয়া হয়। উক্ত বিষয় নিয়ে সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় কৈলাসহর পুরো পরিষদে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেব রায়, মহাকুমা শাসক প্রদীপ সরকার সহ মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএমরা।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে আজ এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলায় রূপায়িত হচ্ছে এমন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। সভায় তিনি উন্নয়নমূলক কাজের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পর্যালোচনা সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, জনকল্যাণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয়জল, সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। এসমস্ত ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণ করতে হবে যাতে বেশি সংখ্যায় মানুষ উপকৃত হতে পারে। সভায় জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। জেলাশাসক জানান, এমজিএন রেগায় চলতি অর্থবছরের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেলায় ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৮৮ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও জেলায় এ পর্যন্ত ১১০টি পেভার ব্লক রাস্তার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

জেলাশাসক আরও জানান, চলতি অর্থবছরে জেলার ৮টি ব্লকে ৬৩৯ হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। আগর, রাবার ও এগ্রোফরেস্ট্রিতে এই বনায়ন করা হয়েছে। সভায় জেলাশাসক আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে জেলায় ১৩ হাজার ২৪৯টি পাকাঘর সুবিধাভোগীদের নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নতুনভাবে জেলায় পিএমএওয়াই (গ্রামীণ) এ আরও ৩ হাজার ৩৬৩টি পাকাঘর নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে। এদিনের সভায় ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, সড়ক যোগাযোগ, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগরতলায় বিজেপির র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সদর আরবান জেলার উদ্যোগে প্রদেশ বিজেপির নবনিযুক্ত সভাপতিকে নিয়ে আগরতলা শহরে এক বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

রাজধানীর ক্ষুদিরাম বসু বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে শুরু হয় র‍্যালি। হুড খোলা গাড়িতে করে র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। র‍্যালিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ, বিধায়িকা মিমি মজুমদার, বিধায়ক রেবতী মোহন দাস সহ অন্যান্যরা। র‍্যালিটি রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে নজরুল কলাক্ষেত্রের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এইদিনের র‍্যালিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনিয়। এক সাক্ষাৎকারে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জানান তিনি প্রদেশ সভাপতি হওয়ার পর বিভিন্ন জেলা সফর করেছেন। কার্যকরতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। এইদিন সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির উদ্যোগে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা সফরকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন বিজেপি দলের কার্যকরতারা প্রস্তুত রয়েছে। ২০২৩ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৬০ টি আসনের মধ্যে ৬০ টি আসনেই জয়লাভ করবে।

ধর্মনগরে অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি,২৮ অক্টোবর।। উত্তর জেলার ধর্মনগর বিএমএস অফিস সংলগ্ন শৌচালয় থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ। পুলিশ থেকে খবর পেয়ে ধর্মনগর দমকল বাহিনীর কর্মীরা শৌচালয় থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। এদিকে দমকল কর্মীদের থেকে জানা যায়,ঐ যুবককে উদ্ধার করার সময় তার সঙ্গে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে তবে মৃত যুবকের পরিচয় না পাওয়াতে পুলিশের অনেকটা বেগ পেতে হয়। যদিও পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে।

নাবালিকা ধর্ষণকান্ডে সব অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবীতে খোয়াই থানায় স্মারকলিপি দিল নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই,২৮ অক্টোবর।। কল্যানপুরের খাস কল্যানপুরে মংগলবার ও তারও দিনকয়েক আগে কুমারঘাটে দুই নাবালিকার ধর্ষণকান্ডে সব অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তারের জোর দাবী জানিয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির খোয়াই মহকুমা কমিটি। দুটি ঘটনায় অভিযুক্তদের সবাইকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে সুষ্ঠু তদন্ত ও তদন্তক্রমে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে শুক্রবার সংগঠনের মহকুমা কমিটি খোয়াইয়ে পুলিশের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে।সংগঠনের মহকুমা কমিটির তরফে ৭ জনের এক প্রতিনিধিদল এদিন স্মাকলিপি তুলে দিয়েছে খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হাতে।প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদিকা গৌরী পাল ও জেলা সভানেত্রী রাধা রাণী দেববর্মা।অন্যান্যদের মধ্যে প্রতিনিধিদলে ছিলেন, নারীনেত্রী কুসুম বালা বিশ্বাস , মঞ্জু দেব, সুনীতা দত্ত,রত্না চক্রবর্তী ও হেপী চক্রবর্তী। সংগঠনের স্মারকলিপি গ্রহণ করে থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এই মর্মে নারী নেত্রীবৃন্দকে আশ্বস্থ করেন যে, নাবালিকা ধর্ষণকান্ডে জড়িত সন্দেহে সব অভিযুক্তকেই পুলিশ জালে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা জারী রেখেছে।সব অভিযুক্তকেই পুলিশ জালে তুলবে। কাউকেই ছাড় দেওয়া হবেনা। তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। প্রসংগত নারী নেত্রীরা পুলিশের থানান্তরের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে জানান যে, কল্যাণপুরের ঘটনায় পুলিশ সব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব করছে। এতে পুলিশের ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। নারীনেত্রীরা ডেপুটেশন প্রদান করার সময় পুলিশের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনেন যে, কুমারঘাটের নাবালিকার ধর্ষণ কান্ডে জড়িত মূল নায়ককে আড়াল করার জন্য পুলিশের একাংশ তাদের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে শুক্রবার আগরতলায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

গ্রেজুয়েট টিচার পদে অফার প্রাপকদের নথিপত্র স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। শিক্ষা দপ্তরের গ্র্যাজুয়েট টিচার হিসাবে অফার প্রাপকদের স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার রবীন্দ্রভবনে। টি আর বি টি-র মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগেই জানানো হয়েছিল পেপার ওয়ানের স্ক্রুটিনি হবে ২৬ অক্টোবর। আর ২৮ এবং ২৯ অক্টোবর হবে পেপার টু-র স্ক্রুটিনির কাজ। কিন্তু গত ২৬ অক্টোবরের স্ক্রুটিনির পর্ব বাতিল করা হয় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে। তা পুনঃ নির্ধারণ করে করা হয় আগামী ১ নভেম্বর। এদিন শুরু হয়েছে জি টি-র স্ক্রুটিনির পর্ব। মোট অফার প্রাপকের সংখ্যা ১২০০। সবার স্ক্রুটিনি সম্পন্ন করা হবে বলে জানান টি আর বি টি-র চেয়ারম্যান প্রত্যুষ রঞ্জন দেব। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে অফার প্রাপকেরা এই স্ক্রুটিনি পর্বে অংশ নেয়।

ভারতে সক্রিয় রোগী ২০-হাজারের নীচে, মৃত্যু বৃদ্ধি পেয়ে ১২

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের দুই হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে, বেড়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। বৃহস্পতিবার সারা দিনে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২,২০৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,২৮,৯৯৯-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১৯ হাজার ৩৯৮-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,২০৮ জন, এখনও পর্যন্ত দেশে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪, ৪৬,৪৯,০৮৮ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১৯ হাজার ৩৯৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭১৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৬০-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,০০,৬৯১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৭ শতাংশ, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩,৬১৯ জন।

পরমাণু হামলার হুমকি দেয়নি রাশিয়া, পশ্চিমী নেতাদের ব্ল্যাকমেল-এর জবাব মাত্র : পুতিন

মস্কো, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ইউক্রেন যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না বলে জানালেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মস্কোয় আন্তর্জাতিক কূটনীতি বিশেষজ্ঞদের একটি সভায় তিনি বলেন, "ইউক্রেন যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই। পরমাণু হামলার কোনও হুমকি দেয়নি রাশিয়া, আমি মনে করি, তার প্রয়োজনও হবে না। এটি পশ্চিমী নেতাদের ব্ল্যাকমেল-এর জবাব মাত্র।" আন্তর্জাতিক কূটনীতি বিশেষজ্ঞদের সভায় আমেরিকা এবং তার সহযোগী দেশগুলিকেও নিশানা করেন পুতিন। তিনি বলেন, "ইউক্রেনকে ঘিরে আমেরিকা-সহ পশ্চিমী দেশগুলি নোংরা এবং বিপজ্জনক খেলা খেলছে।" নিরপেক্ষ দেশগুলিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার জন্যই বার বার পরমাণু হামলার আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে জানিয়ে পুতিনের মন্তব্য, "আমরা কিন্তু এক বারও পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলিনি।"

আগামী ২৪ ঘন্টা শুষ্ক থাকবে জম্মু-কাশ্মীর, শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে ৩.৫ ডিগ্রি

শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ঠাণ্ডা বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে, ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। জম্মু হোক অথবা শ্রীনগর, লেহ হোক অথবা লাদাখ জম্মু ও কাশ্মীরের নানা স্থানে ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে ঠাণ্ডা। তাপমাত্রার পারদ কমছে কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায়। এমতাবস্থায় স্থানীয় আবহাওয়া দফতর জানাল, আগামী ২৪ ঘন্টা প্রধানত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এমনই আবহাওয়া থাকবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও।শুক্রবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের দ্রাসে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, লেহ-তে মাইনাস ৩.৯ ডিগ্রি ও কার্গিলে মাইনাস ১.৮ ডিগ্রি। জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কাটরায় ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পাখি মুক্তি পেয়েছে টুইটারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর টুইট ইলন মাস্কের

সানফ্রান্সিসকো, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ছোট্ট একটি টুইট। আর তাতেই অনেক প্রশ্নের উত্তর। আধিকারিকভাবে টুইটারের কর্তৃত্ব নেওয়ার পর শুক্রবার একটি টুইট করেছেন ইলন মাস্ক। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'পাখি মুক্তি পেয়েছে।' প্রসঙ্গত, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে আধিকারিকভাবে টুইটারের কর্তৃত্ব চলে গেল ইলন মাস্কের হাতে।ক্ষমতা হাতে পেয়েই টুইটারের শীর্ষস্তরের কয়েকজন আধিকারিককে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন মাস্ক। চাকরি গিয়েছে টুইটারের ভারতীয় বংশোদ্ভুত সিইও পরাগ আগরওয়ালের। ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে টুইটার কেনার ডিল বৃহস্পতিবার পাকাপাকিভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যদিও বেশ কয়েকদিন ধরে তথ্যবিকৃতির অভিযোগে টুইটার কেনার চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন মাস্ক, এমন জল্পনা চলছিল।